

অন্যথা হল না এবারও, চৈত্র নবরাত্রিতে ‘কুমারী পূজো’ করলেন রেখা গুপ্তা

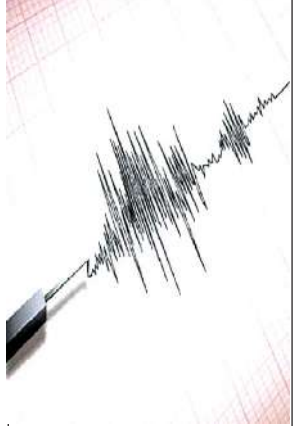
নয়াদিল্লি, ৫ এপ্রিলঃ অন্যথা হল না এবারও, প্রতি বছরের মতো এবার কুমারী পূজো করলেন বিজেপি নেত্রী রেখা গুপ্তা। বিজেপি নেত্রী তথা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা শনিবার চৈত্র নবরাত্রির অষ্টমী উপলক্ষ্যে দিল্লির শালিমারবাগের সর্বোদয় কন্যা বিদ্যালয়ে ‘কুমারী পূজন’ করেন। কুমারী পূজো অনুষ্ঠানে কন্যাদের হাতে মিষ্টি ও উপহার তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা।মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বলেছেন, প্রতি বছরের মতো এবারও আমরা কন্যা পূজন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। আমাদের দলের সদস্যরা গত ২০ বছর ধরে বছরে দু’বার এই অনুষ্ঠানটি করে আসছেন। প্রতিবারই হাজার হাজার কন্যা৷ এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, অষ্টমী হলো দেবী মায়ের দিন, আজ একটি মেয়ের ঘরে দূষিত জল এসে পড়েছে বলে সে কেঁদে ফেলেছে। আমি তাকে বলেছি, মাত্র এক মাস হয়েছে কিন্তু আমি তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে তোমার ঘরে অবশ্যই পরিষ্কার জল পৌঁছেবে। দিল্লির মানুষ বিশুদ্ধ পানীয় জল পাবে।

রামনবমীর শুভেচ্ছা জানানেন সুকান্ত, প্রশাসনের কাছেও বিশেষ অনুরোধ



কলকাতা, ৫ এপ্রিল : আজ রামনবমী, তার আগে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানানলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী তথা বিজেপির রাজ্য সচিব ডঃ সুকান্ত মজুমদার। শান্তিপূর্ণভাবে যাতে রামনবমী উদযাপন করতে পারেন রাজ্যবাসী, এ জন্য পুলিশ ও প্রশাসনের কাছেও বিশেষ অনুরোধ জানিয়েছেন সুকান্ত মজুমদার।শনিবার এক ভিডিও বার্তায় সুকান্ত মজুমদার বলেছেন, আগামীকাল রামনবমী উৎসব। সবাইকে রামনবমীর অনেক অনেক শুভেচ্ছা। বাংলায়, লক্ষ লক্ষ – কোটি হিন্দু আজ রাস্তায় নামলেন। আমি প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করছি, যাতে রাম নবমী শান্তিপূর্ণভাবে উদযাপন করা যায়, সেজন্না যথাযথ ব্যবস্থা করা হোক।

৬.৯ মাত্রার ভূমিকম্প পাপুয়া নিউগিনিতে, সুনামি সতর্কতা প্রত্যাহার



পোর্ট মোরসবুরি, ৫ এপ্রিল : জোরালো তীব্রতার ভূমিকম্পে কঁপে উঠল দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত পাপুয়া নিউ গিনির একটি দ্বীপ। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৬.৯। এর কয়েক মিনিটের মধ্যে জোরালো আফটারশক অনুভূত হয়, যার তীব্রতা ছিল ৫.৩। জোড়া কম্পনের ফলে ওই এলাকায় সুনামির সতর্কতা জারি করা হয়, পরে অবশ্য সুনামি সতর্ক তা প্রত্যাহারও করা হয়।শনিবার ভোে ৬.০৪ মিনিটে প্রথম বার কঁপে পাপুয়া নিউ গিনির নিউ ব্রিটেন দ্বীপ। ওই দ্বীপের উপকূলের অন্তত ১০ কিলোমিটার গভীরে ছিল ভূমিকম্পের উৎস। এর ফলে সমুদ্রে ঢেউয়ের উচ্চতা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেকটা বেড়ে যায়। সমস্তকার প্রশান্ত মহাসাগরীয় সুনামি সতর্কতা কেন্দ্র জানিয়েছে, নিউ ব্রিটেন দ্বীপে ৩ থেকে ৯ ফুট পর্যন্ত হতে পারে ঢেউয়ের উচ্চতা। এ ছাড়াও পাপুয়া নিউ গিনির বেশ কিছু দ্বীপে সুনামির ফলে উঁচু ঢেউয়ের সতর্কতা জারি করা হয়।

অনন্য উদ্যোগ সিআরপিএফ-এর, শোপিয়ানে চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন

শ্রীনগর, ৫ এপ্রিলঃ প্রশংসনীয় এক উদ্যোগ নিল সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ)। শনিবার জম্মু ও কাশ্মীরের শোপিয়ানে বিনামূল্যে একটি চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করেছে সিআরপিএফ। মহিলা ও শিশু-সহ স্থানীয়



বাসিন্দারা এই চিকিৎসা শিবিরে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা এবং ঔষধ

যে কোনও কর্মসূচির জন্যই আদালত থেকে অনুমতি নিতে হয়, কটাক্ষ দিলীপের

খড়গপুর, ৫ এপ্রিল :পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। পুলিশের ভূমিকারও নিন্দা করেছেন তিনি। দিলীপের কথায়, পশ্চিমবঙ্গে যে কোনও কর্মসূচির জন্যই

আদালত থেকে অনুমতি নিতে হয়। রামনবমীতে হাওড়ায় জোড়া মিছিলের অনুমতি দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট।এ প্রসঙ্গে শনিবার সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ

সমস্ত বিরোধী দলই জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে চলেছে ঃচিরাগ পাসোয়ান

পাটনা, ৫ এপ্রিল : ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে বিরোধীদের ভূমিকার তীব্র নিন্দা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা অর্থ মন্ত্রণালয় পাটরি নেতা চিরাগ পাসোয়ান। তিনি বলেছেন, সমস্ত বিরোধী দলই জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে



চলেছে। লোকসভা ও রাজ্যসভায়

গ্রহণ করেন।সিআরপিএফ-এর ১৪ নম্বর ব্যাটেলিয়নের উদ্যোগে শনিবার শোপিয়ানের শালিদার জারকানে এই বিনামূল্যে চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করা হয়। সেখানে মহিলা ও শিশু-সহ স্থানীয় বাসিন্দারা এই চিকিৎসা শিবিরে

বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা এবং ঔষধ গ্রহণ করেন। সিআরপিএফ -এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই উদ্যোগের লক্ষ্য ছিল সম্প্রদায়ের বন্ধন জোরদার করা ও প্ ত্যন্ত অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা উন্নত করা।

পরিচালিত হবে। শান্তিপূর্ণ আচরণ বজায় রাখা, কোনও বাধা তৈরি না করা পুলিশের দায়িত্ব। কিন্তু পুলিশ ইচ্ছাকৃতভাবে অসদাচরণ করে এবং তারপর আদালতে গিয়ে বলে যে অনুমতি দেওয়া উচিত নয়।

সবসময় এই পদ্ধতিতেই কাজ করে আসছে। এই সমস্ত দলই জনগণকে বিভ্রান্ত করার, বিভ্রান্তি ছড়ানোর, মিথ্যা বলা৷র এবং মিথ্যা বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করে আসছে। এটি সমস্ত বিরোধী দলের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা।

প্রাথমিক গরমের পূর্বাভাস দিল্লিতে, রাজধানীতে জারি সতর্কতা

নয়াদিল্লি, ৫ এপ্রিল : ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) আগেই সতর্ক করেছিল, সেই মতো দেশের বেশির ভাগ প্রান্তে গরম বাড়তে শুরু করেছে। এই বছরে তাপপ্রবাহের সংখ্যা গত বছরের তুলনায় দ্বিগুণ হবে। আর অত্যধিক গরমের পূর্বাভাস জারি করা হল দিল্লিতে, তাপপ্রবাহেরও সতর্কতা জারি করা হয়েছে।দিল্লিতেদিল্লিতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রির কাছাকাছি পৌঁছোতেই তাপপ্রবাহের



সতর্কতা জারি করেছে আইএমডি। আগামী ৮ এপ্রিল পর্যন্ত এই পরিস্থিতি চলবে। এই সময়ে তাপমাত্রা ৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াস পৌঁছোবে বলেও সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে জানায়।

চোখের জলে বিদায়, পঞ্চভূতে বলীন প্রবীণ অভিনেতা মনোজ কুমার



মুম্বই, ৫ এপ্রিলঃ পঞ্চভূতে বলীন হয়ে গেলেন প্রবীণ অভিনেতা মনোজ কুমার। চোখের জলে মনোজ কুমারকে বিদায় জানানলেন তাঁর অনুরাগীরা। বারোতায়্যায় উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা বিন্দু দা৷রা সিং, তিনি বলেছেন, মনোজ কুমার হলেন ভারতের গর্ব, সম্মান এবং গৌরব - তিনিই ছিলেন সবকিছু। সবাই তা জানে। শেষতায়্যায় উপস্থিত ছিলেন সঙ্গীত পরিচালক রত্নু মালিকও মুম্বইয়ের পবন হংস শ্বাসদেন শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। পুন্য রাস্তায় মর্যাদায় মনোজ কুমারকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।বর্ষীয়ান অভিনেতা মনোজ কুমার প্রযাত হয়েছেন শুক্রবার। ৮৭ বছরের অভিনেতা মুম্বইয়ের কোকিলাবনে হাসপাতালে প্রযাত হন। বার্ধক্যজনিত একাধিক শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন বর্ষীয়ান অভিনেতা। সিরোসিস অফ লিভার ছিল তাঁর, যা অভ্যিনেতার শ্বাসের দ্রুত অবনতি ঘটিয়েছিল। ১১ ফেব্রুয়ারি তাকে মুম্বইয়ের কোকিলাবনে ধীরুভাই অন্নানী হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সেখানেই হৃদরোগজনিত সমস্যায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।১৯৩৭ সালে মনোজের জন্ম পঞ্জাবি ব্রাহ্মণ পরিবারে। পিতৃভ্রাতৃ নাম হরিকৃষ্ণ গোস্বামী হলেও জীব্য জগতে সে যুগের ধারা মেনে তিনি নিজেদের মনোজ কুমার বলে পরিচয় দিতেন। ১৯৫৭ সালে বলিউডে তাঁর পদার্পণ। দেশপ্রেমে উদ্ভূত একের পর এক ছবিতে ছবিতে কাজ করে তিনি পেয়েছেন জনপ্রিয়তা।

যোগ্যদের বাছাই করার পথ জানালেন প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৫ এপ্রিল ২০১৬ এসএসসি-র শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মী নিয়োগে দুর্নীতিময়ভাবে প্রসঙ্গে বড দাবি শুনিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি তথা তমলুকের বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। সংবাদ মাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শুক্রবার প্রাক্তন বিচারপতির দাবি, যোগ্যদের বাছাই করার পথ আছে। যারা জালিয়াতি করে চাকরি পেয়েছেন, তাদের আলাদা করে বাছাই করা সম্ভব।এই মামলার তদন্তে নিম্নে সিবিআই জানিয়েছিল, বিস্তের দুর্নীতি হয়েছে। যোগ্য, অযোগ্য বাছাই করা সম্ভব নয়। চূড়ান্ত রায়দানের সময় শীর্ষ আদালতও জানিয়ে দিয়েছে, যে যোগ্য-অযোগ্য বাছাই করা সম্ভব হয়নি। ফলে পুরো প্যানেলেই বাতিল করা হল।তবে অভিজি৷রবু জানান, যারা স ভাবে চাকরি পেয়েছেন, তাদের সূচিম কোর্টে রিভিউ পিটিশন জমা দেওয়া দরকার। একই সঙ্গে তিনি বলেন, নিয়োগে

যে দুর্নীতি হয়েছিল, তা তো জানিয়ে আলের মতো পরিষ্কার দি়ারা অভিব্যক্তি, তাঁদের জেরা করলেই জানা যাবে জালিয়াতি করে করা চাকরি পেয়েছিলেন।পুরো প্যানেলে বাতিল প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে গত ব্হম্পতিবার নবান্নের সাংবাদিক বৈঠক থেকে নাম না করে অভিজি গঙ্গোপাধ্যায়কে আক্রমণ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়, এই রায়টা যিনি প্রথম দিয়েছিলেন তিনি বিচার ব্যবস্থা ছেড়ে দিয়ে বিজেপির এমপি হয়েছেন। সাম গান্ধুলি না ডাঙ্কলি।গত শুক্রবার এ প্রসঙ্গে তৃণমূলকেই পাট্টা চ্যালেঞ্জ করেছিলেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, তৃণমূলের তরফ থেকে আমাদের ক্রি হ্যান্ড দিক, কারা জালিয়াতি করে চাকরি পেয়েছেন তাদের তালিকাটা বের করে দেবা। প্রাক্তন বিচারপতির দাবি ঘিরে নতুন করে শোরগোল তৈরি হয়েছে বঙ্গ রাজনীতিতে।

আজ,রবিবার দিলীপ বেঙ্গসরকারের জন্মদিন

কলকাতা, ৫ এপ্রিল : দিলীপ বেঙ্গসরকার, একজন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার,অধিনায়ক ও ক্রিকেট প্রশাসক ছিলেন। ১৯৭৬-১৯৯২ ভারতীয় দলের ব্যাটিংয়ের অন্যতম সদস্য ছিলেন। দিলীপ বলবন্ত বেঙ্গসরকার মহারাষ্ট্রের রাজপুরে ৬ এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর টেস্ট অভিষেক ২৪ জানুয়ারি ১৯৭৬ নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে। ১১৬টি টেস্ট খেলে তিনি করেছেন ৬,৮৬৮ রান। সেঞ্চুরি করেছে ১৭টি আর অর্ধশত রান রয়েছে ৩৫ টি। টেস্টে তার সর্বোচ্চ রান ১৬৬।একদিনের ক্রিকেটে তাঁর অভিষেক নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬। ১২৯টি ম্যাচ খেলে করেছেন ৩,৫০৮ রান। রয়েছে একটি সেঞ্চুরি ও ২৩টি অর্ধশত রান। ১০৫ রান সর্বোচ্চ। তার স্মরণীয় টেস্ট ইনিংস গুলির মধ্যে একটি হল ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ১৯৭৮-৭৯ টেস্ট সিরিজে কলকাতায় সুনীল গাভাসকারের সাথে ৩০০ রানের পার্টনারশিপ।



যেখানে উভয় ব্যাটসম্যান সেঞ্চুরি করেছিলেন। আর টেস্ট কেরিয়ারে এই ওয়েস্ট ইন্ডিজের পোসারদের বিরুদ্ধে তিনি সফল ছিলেন, ম্যালকম মার্শাল, মাইকেল হেন্ডিং এবং অ্যান্ডি রবার্টসের মতো বোলারদের বিরুদ্ধে ৬টি সেঞ্চুরি করেছেন।তিনি ইংল্যান্ডের লর্ডসে ৩টি সেঞ্চুরি করার জন্য পরিচিত, যা একজন বিদেশি ব্যাটসম্যান হিসেবে এই সীলে গড়েছিলেন তিনি।১৯৮৬ তারিখের ক্রিকেট বিশ্বকাপ জয়ী ভারতীয় দলের সদস্যও ছিলেন। ১৯৯২ সালে অবসর গ্রহণের সময়, তিনি ভারতের হয়ে টেস্টে রান এবং সেঞ্চুরির দিক থেকে গাভসকারের পরেই দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন।

কুণাল কামরাকে আবার তলব পুলিশের

মুম্বই, ৫ এপ্রিল : ফের একবার সমন পেলেন স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ান কুণাল কামরা। একনাথ শিশুভক্তে নিয়ে মস্করা করে বিপাকে পড়েছেন তিনি। ইতিমধ্যেই তাকে একাধিকবার সমন পাঠিয়ে হাজিরা৷র নির্দেশ দিয়েছে পুলিশ। তবে তিনি হাজিরা এড়িয়ে গিয়েছেন। হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবেদনও করেছিলেন তিনি। তাকে আগাম জামিন মঞ্জুর করে হাইকোর্ট।

পূণার্ঙ্গ পাঞ্জকা

২৬চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, রবিবার, ইংরেজীঃ৬ এপ্রিল ২০২৫, ৫৩৯ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ২১ চৈত্র, চান্দ্র ৩০ বিষ্ণু মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাহ, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২০ চৈত্র ১৪৩১, ভারতীয় লিভিলঃ১৯ জৈত্র ১৯৪৭,মৈতেঃ৩০ সম্বত, আসামঃ ১৫ চৈত্র, মুসলিঃ২৯-জমজান-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৪৩ঃ২৪ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ৪৮ঃ১১।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৫৬ঃ৪১।(৩০) এবং অস্ত বিকাল ০৬ঃ৫৫ঃ১৮(৩০)।কৃষ্ণ পক্ষ (তিথিঃঅমাবস্যা (পূর্ণা) বিকাল ঘ ০৫ঃ০৫ঃ০৯ দং ২৮৬৩৭.৫ পর্যন্ত।নক্ষত্রঃউত্তরভাদ্রপদ রাহিঃ০৮ঃ১১ঃ৪৩ দং ৩৬৫৮২.২ পর্যন্ত।পরে রেবতী করণঃনগাবিকাল ঘ ০৫ঃ০৫ঃ০৯ দং ২৮৬৩৭.৫ পর্যন্ত।পরে কিত্তুর যোগঃব্রহ্ম রাহিঃ১১ঃ ১১ঃ৪৩ দং ৪৪৫৬৩.২ পর্যন্ত।পরে ইন্দ্র অমৃতযোগঃদিন ০৯ঃ৩৯ঃ০৫ থেকে - ১২ঃ৫ঃ৪৪৬ পর্যন্ত এবং রাহি় ০৮ঃ০৯ঃ৩১ থেকে - ১০ঃ ৩০ঃ৪৬ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ০ঃ৪ঃ ৫৬ থেকে - ০১ঃ৩৯ঃ০৫ পর্যন্ত, তারপর ০২ঃ৬ঃ১০ থেকে - ০ঃ৪ ০০ঃ২০ পর্যন্ত।কুলিকালোঃদিন ০৬ঃ২৩ঃ২৫ থেকে - ০৭ঃ১২ঃ২০ পর্যন্ত।কুলিকরাহিঃ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ থেকে - ০৬ঃ৩৬ঃ৫২১ পর্যন্ত।বারলোগঃদিন ১২ঃ১৩ঃ০৬ থেকে - ০২ঃ৪ঃ৫০ পর্যন্ত।কালবেলা দিন ০৫ঃ৩ঃ৪০ থেকে - ০৭ঃ ০৬ঃ১৩ পর্যন্ত, তারপর ০ঃ৪১ঃ৬ঃ ০৬ থেকে - ০৫ঃ৪৮ঃ৭ পর্যন্ত।কালরাহিঃ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ থেকে - ০৭ঃ৬ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ০ঃ৪ ০৬ঃ১৩ থেকে - ০৫ঃ০ঃ৪০ পর্যন্ত।প্রহরঃ(সূর্য উদয়ঃকালীঃ)রহিঃ১১১৫ঃ১৩ (২৬) ৪ পদমঙ্গঃ ১২২০৫৬২৩ (২৭) ২ পদমঙ্গলঃ ২২৬৫৭৭৭ (৭) ৩ পদবুধঃ ১১৩২৪৪৮ (২৬) ১ পদ বৃহস্পতিঃ১২১৪ঃ৫২ (৪) ৪ পদ শুক্রঃ১০২৭ঃ৩৯ঃ৫ (২৫) ২ পদ শনিঃ১০২৭ঃ১১১ (২৫) ৩ পদ রাহুঃ১১৪ঃ৫১৯ (২৬) ১ পদকেতুঃ ৫৪ঃ৫৫ঃ১ (১২) ৩ পদবৃধ বহ্নি শুক্র বহ্নি।লগ্নঃমীন রাশি সকাল ০৮ঃ০ঃ৪৩ঃ৬ পর্যন্ত।বৃশ রাশি সকাল ১০ঃ০২ঃ২৯ পর্যন্ত।মিথুন রাশি সকাল ১২ঃ১৫ঃ৪৮ পর্যন্ত।কর্কট রাশি দুপুর ০২ঃ৩১ঃ৩১ পর্যন্ত।সিংহ রাশি বিকাল ০ঃ৪ঃ২ঃ ৫১ পর্যন্ত।কন্যা রাশি বিকাল ০৬ঃ ৫ঃ৩২ পর্যন্ত।তুলা রাশি রাত ০৯ঃ ০৭ঃ১৩ পর্যন্ত।বৃশ্চিক রাশি রাত ১১ঃ২ঃ২৫ঃ৭ পর্যন্ত।মূন রাশি শেষ রাহি় ০১ঃ২৮ঃ১৫ পর্যন্ত।মকর রাশি শেষ রাহি় ০ঃ৫ঃ৫ঃ০৭ পর্যন্ত।কুম্ভ রাশি শেষ রাহি় ০ঃ৪ঃ৮ঃ৩১ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

পশ্চিমবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি মিটছেই না, পূর্বাভাস থাকলেও হচ্ছে না বৃষ্টি। ভ্যাপসা ও অশান্তিকর গরমে নাভিশ্বাস অবস্থা মহানগরী কলকাতায়। এতাবস্থায় আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, সোমবার ও মঙ্গলবার বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৬ ডিগ্রি বেশি।শনিবারও ভ্যাপসা গরম রয়েছে মহানগরী কলকাতায়, সকালের দিকে গরম তেমন অনুভূত না হলেও বেলা বাড়া সঙ্গে সঙ্গেই ভ্যাপসা গরম অনুভূত হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, সোমবার থেকে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বাড়বৃষ্টি হতে পারে। কলকাতায় বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গেই হতে পারে বজ্রপাত। দমকা হাওয়ার বেগ থাকতে পারে ঘণ্টায় ৫০ থেকে ৪০ কিলোমিটার। একই পূর্বাভাস রয়েছে হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা,পূর্ব মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পূর্বাঞ্চল, বীরভূম, মুন্সিপাবাদ এবং নদিয়ায়। বাকি জেলাগুলিতে বাড়ুর গতি হতে পারে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার। বেশ কয়েকটি জেলায় বাড়বৃষ্টি হতে পারে মঙ্গলবারও। জোয়ার-সকাল ৬ টা ৫০ মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫০ মিনিট। ভাটা-সকাল৬ টা ৫০মিনিট এবং রাত ৯ টা ৫০মিনিট।সূর্যোদয়সকাল ৫টা ২৮মিনিট এবং অস্ত ৫টা ৫০মিনিট

হাওড়ার বেলগাছিয়া ভাগাড় পরিদর্শন করলেন পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত



দূরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৫ এপ্রিল : হাওড়ার বেলগাছিয়া ভাগাড় পরিদর্শন করলেন পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত। শনিবার সকালে তিনি ভাগাড়ের বর্তমান পরিস্থিতি সরোজমিন করেন। সেই রিপোর্ট পরিবেশ আদালতের হাতে তুলে দেবেন বলে এদিন জানান তিনি। বেলগাছিয়া ভাগাড় পরিদর্শন করে তিনি জানান, এখানে এতো পরিমাণ দূষণ তা মাপকাঠিতে মাপা যাবে না। তাঁর দাবি, ভাগাড়ের এই অবস্থা হবারই ছিল। এই নিয়ে তিনি দীর্ঘদিন ধরে আদালতে সোচার হয়েছেন। এখানকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে বিশেষ থেকে বিশেষজ্ঞ টিম আনা প্রয়োজন বলে এদিন মত প্রকাশ করেন সুভাষ দত্ত। তিনি আরও বলেন, এখানে এই বিপর্যয় হওয়ারই ছিল। শহরের বহর বেড়েছে, জনসংখ্যা বেড়েছে। তারসঙ্গে বেড়েছে জঞ্জাল। কিন্তু ভাগাড়ের জমি কমেছে। প্রায় ১০০ বিঘা জমি এখন কমে হয়েছে প্রায় ৪০-৫০ বিঘা। এইভাবে পাহাড় পরিমাণ জঞ্জাল ফেললে যে বিপর্যয় ঘটবে তা আদালতে বারোবার জানিয়েছি। ২০০৬ এবং ২০০৮ সালে জঞ্জাল ফেলার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এখান থেকে যা দূষণ হচ্ছে তা পরিমাপ করা যায় না। শুধুমাত্র এখানে দূষণ নয় এখানে জলের পাইপ ফেটে গিয়েছিল। এটা শুধুমাত্র হাওড়া পুরনিগম বা রাজ্য সরকারের হাতে দিলে চলবে না। এর সমাধান করতে কেন্দ্রের বা আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের নিয়ে আসতে হবে। আমি রাজ্যের ১০-১১টা ডাম্পিং গ্রাউন্ড ভিজিট করেছি। কিন্তু এই ধরনের অবস্থা কোথাও নেই। এই দুর্ঘটনার দোষ বর্তাচ্ছে বর্তমান বোর্ডের ওপর। কারণ তাঁরা এটা পারবেন না। কারণ এই ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ নেই। প্রায় ২৫-৩০ বছর ধরে যে মিস ম্যানেজমেন্ট হয়ে রয়েছে তা যদি না দেখে তাহলে এর কোনও সুরাহা হবে না। রিপোর্টে দেখেছি এটা আর ব্যবহার করা যাবেনা।

সুপ্রিম কোর্টের রায়ে কাজ হারালো সোনারপুর পৌরসভার ত্নমূল কাউন্সিলার

দূরন্ত বার্তা, সোনারপুর, ৫ এপ্রিল : সুপ্রীম কোর্টের রায়ে এবার কাজ হারালো রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার ত্নমূলের এক কাউন্সিলার। কর্মহীন হয়ে পড়লেন রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার কুহেলি ঘোষ। এক সময় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন কুহেলি, পরে ২০১৬ সালের এসএসসি প্যানেলের মাধ্যমে হাইস্কুলে চাকরি পান। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে সেই প্যানেলই বাতিল হওয়ায় ফের অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছেন এই তৃণমূল কাউন্সিলর। এই পরিস্থিতিতে খানিকটা হতাশ কুহেলি, কারণ আদালতের নির্দেশে আগের চাকরিতে ফেরার প্রসঙ্গ থাকলেও সেই বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশিকা এখনো হাতে পাননি তিনি। ফলে আগামী দিনের পরিকল্পনা নিয়েও তিনি বেশ রোঁয়াশায় রয়েছেন। তবে নিজের যোগ্যতা নিয়ে পুরোপুরি আত্মবিশ্বাসী কুহেলি ঘোষ। পড়াশুনায় বরাবরই ছিলেন মেধাবী। মাধ্যমিকে স্কুলে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়া ছাত্রী ছিলেন তিনি। স্নাতক পাশ করেন দক্ষিণ কলকাতার নামী আ্যুভ্জ কলেজ থেকে, এরপর কলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ও বিএড ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর দাবি, সম্পূর্ণ যোগ্যতার ভিত্তিতেই তিনি চাকরি পেয়েছিলেন এবং বিরোধীদের দুর্নীতির অভিযোগ কে তিনি তেমন গুরুত্ব দিতে নারাজ। যদিও হাইস্কুলের চাকরি আপাতত চলে গেলেও কোর্টের পর্যবেক্ষণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাঁর পূর্বতন চাকরিতে ফিরে যাওয়ার সুযোগ উন্মুক্ত রয়েছে বলে আশা প্রকাশ করেছেন কুহেলি। তিনি জানান,আমি পাঁচ বছর প্রাইমারিতে কাজ করেছি। কোর্ট আগের চাকরিতে ফেরার বিষয়ে বলেছে,তাই কিছুটা রয়েও নিশ্চিন্ত। তবে এখনো কোনো নির্দিষ্ট অর্ডার বাতিল, ফলে দুর্শিস্তা হয়েছে। এখানে এসএসসি দুর্নীতির মামলায় এই রায় রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে আলোড়ন তুলেছে। একদিকে চাকরি হারানোর যন্ত্রণা,অন্যদিকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের চাপে পড়ে এখন ঢেঁটানায় কুহেলি ঘোষ সহ হাজার হাজার প্রভাবিত কর্মী। ভবিষ্যতে আদালতের স্পষ্ট নির্দেশিকা কিংবা রাজ্য সরকারের পদক্ষেপই এখন তাঁদের একমাত্র ভরসা।

অস্ত্র সহ রামনবমীর ধর্মীয় শোভাযাত্রা হাওড়ার সাঁকরাইলে

দূরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৫ এপ্রিল : আজ রবিবার রামনবমী। তার আগে শনিবার বিকেলে রামনবমী উপলক্ষে একদিন আগেই অস্ত্র সহ শোভাযাত্রা বের হয় হাওড়ার সাঁকরাইলে। অন্যান্য বছরের মতো এদিন অস্ত্র হাতে এই মিছিল হয়। প্রশাসনের তরফ থেকে এদিন আটোসাটে নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয়। সাধারণ মানুষের মধ্যে শোভাযাত্রা ঘিরে উদ্দামনা ছিল। প্রতি বছরের মতো এবারেরও রামনবমী উপলক্ষে এই মিছিল হয় হাওড়ায়। রামনবমীর আগের দিন বিকেলে হাওড়ার সাঁকরাইলে ত্রিশূল, তরোয়াল প্রমুখ অস্ত্র সহকারে মিছিল হয়। জয় শ্রীরাম স্লোগান দিয়ে মিছিলে অংশ নেন হাজারেরও বেশি ধর্মাবলম্বী মানুষ। বর্ণাঢ্য ওই মিছিল এদিন বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। এদিন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দুর্গা বাহিনীর তরফে ঋতু সিং বলেন, কম করেও রামের জন্মদিন এক সপ্তাহ পালন করা উচিত। হাইকোর্ট যেভাবে অনুমতি দিয়েছে সেইভাবে শোভাযাত্রা নিয়ে বেরনো হবে। এদিনের মিছিলের এক উদ্যোক্তা বলেন, প্রতি বছর হাওড়া সাঁকরাইলে রামনবমীর একদিন আগে শোভাযাত্রা বের হয়।

কোন্নগরের রাজরাজেশ্বরী মঠে বাসন্তী পূজায় যথাযথ মর্যাদায় কুমারী পূজা সম্পন্ন হলো

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, কোন্নগর, হুগলি,৫ এপ্রিলঃ শংকরাচার্য স্বামী স্বরূপানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত কোন্নগর রাজরাজেশ্বরী মঠে প্রতিবছরের মতো এ বছরও যথাযথ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাসন্তী পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে সাথে সাথে যথাযথ মর্যাদায় কুমারী পূজা সম্পন্ন হল। মূলত বাসন্তী পূজা হয় যষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও শেষে দশমীতে বিসর্জন। আজ এখানে এই অষ্টমীতে আয়োজন হয় অন্নপূর্ণা পূজারও, আর নবমীতে শ্রীরামচন্দ্রের জন্মতিথি রাম নবমী। কথিত আছে পার্বতীকে অগ্রাহ্য করে শিব ভিক্ষা সংগ্রহে বেরিয়ে বার্থ হয়ে শেষে কপিতে অন্নপূর্ণা রূপে দেবী পার্বতীর কাছ থেকে ভিক্ষা গ্রহণে বাধ্য হন। হাজার হাজার ভক্ত বাসন্তী পূজায় নবরাত্রিতে নয় দিনের পূজা দেওয়ার সুযোগ পান। ইতিমধ্যেই

১১০০ টি অখণ্ড প্রদীপ প্রজ্জ্বলন।

এক টানা নয় দিন ঘি এর প্রদীপ জ্বলবে। আজ অষ্টমীতে মন্দিরে কুমারী পূজায় কুমারী পূজা সহ নবরাত্রি উৎসবের নয় দিনের পূজা দর্শন করতে হয়। রাজরাজেশ্বরী

নিত্যপ্রয়োজনীয় ওষুধের মূল্যবৃদ্ধি

কেন্দ্রীয় সরকারের বাংলার প্রতি বঞ্চণার প্রতিবাদে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে প্রতিবাদ মিছিল মধ্য হাওড়ায়

দূরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৫ এপ্রিল : নিত্যপ্রয়োজনীয় ওষুধের মূল্যবৃদ্ধি, কেন্দ্রীয় সরকারের বাংলার প্রতি বঞ্চনার প্রতিবাদে মধ্য হাওড়া তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে শনিবার সকালে এক প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করা হয়। ওই প্রতিবাদ মিছিলের নেতৃত্ব দেন রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী অরুণ রায়। ওলাবিবিতলা জলের ট্যান্ক থেকে এদিনের মিছিল শুরু হয়। মিছিল যায় হাওড়া ময়দান মেট্রো চ্যানেল পর্যন্ত। এদিনের মিছিলে পা মেলান তৃণমূল নেতা শ্যামল মিত্র, সুশোভন চ্যাটার্জি, শেখ ইসলামউদ্দিন লালா, মধ্য হাওড়া তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি অভিষেক চ্যাটার্জী সহ অন্যান্যরা। অরুণ রায় এদিন বলেন, দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এই মিছিল হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার তাদের স্বৈচ্ছাচারী মনোভাব নিয়ে অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মানুষের উপর বোঝা চাপিয়ে দিয়ে ওষুধের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। ৮০০ নিত্যপ্রয়োজনীয় জীবনদায়ী ওষুধের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। অক্সফোর্ড



বিশ্ববিদ্যালয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল শিশু সুরক্ষা এবং নারী ক্ষমতায়নের উপর বক্তব্য রাখার জন্য। কিন্তু সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর অসভ্য আচরণ করেছিল একটা অসভ্য রাজনৈতিক দল। এমন অসভ্য দল সারা পৃথিবীতে নেই। আমরা জানি এরা কতটা অসভ্য। এদের বর্বরতার বিরুদ্ধে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ১০০ দিনের টাকা বন্ধ, আবাসনের

টাকা বন্ধ এই সকল বঞ্চনার বিরুদ্ধে আজকের এই মিছিল। এদিনের মিছিল ওলাবিবিতলা থেকে শুরু হয়ে কাসুন্দিয়া রোড হয়ে নেতাজী সুভাষ রোড হয়ে ময়দানের মেট্রো চ্যানেলে শেষ হয়েছে। ওষুধের দামবৃদ্ধির কারণে সকল মানুষ সোচার হয়েছেন। এইভাবে স্বৈচ্ছাচারী মনোভাব নিয়ে ওষুধের দাম বাড়িয়ে দেওয়া এবং সাধারণ মানুষকে বিপদে ফেলা এর বিরুদ্ধে সকল মানুষ প্রতিবাদ

মিছিল সহকারে দক্ষিন বারাসাত সমবায়ের নির্বাচনে মনোনয়ন জমা দিলেন তৃনমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ৫ এপ্রিলঃ সামনে বিধানসভার নির্বাচন। আর তার আগে নিজেদের সংগঠনকে মজবুত করার কাজে এগিয়ে চলেছে শাসক তৃনমূল কংগ্রেস। সারা জেলা জুড়ে সমরায় নির্বাচন হতে চলেছে। আগামী ৪ ঠা মে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সরকারি নিয়ম মেনে বৃহস্পতিবার থেকে মনোনয়ন জমা নেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। দক্ষিন বারাসাত

পঞ্চায়েত এলাকা থেকে ২৩ টি ও

হরিনারায়ণপুর পঞ্চায়েত এলাকা থেকে ৭ টি মোট তিরিশ টি আসনে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এস ইউ সি আই এর পর শনিবার শাসক তৃনমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে

নম্বর মনোনয়ন জমা দেওয়া হলো। এদিন দক্ষিন বারাসাতের তৃনমূল কংগ্রেসের দলীয় অফিস থেকে

মিছিল সহকারে তৃনমূল প্রার্থীরা দক্ষিন বারাসাত কো অপারেটিভ ব্যাংক গিয়ে মনোনয়ন জমা করলেন। এদিন এই মিছিলে নেতৃত্ব

দেন জয়নগর ১ নম্বর ব্লক তৃনমূল কংগ্রেসের সভাপতি তুহিন বিশ্বাস।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জয়নগর ১

নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ক্ষতপর্ণা বিশ্বাস, দক্ষিন বারাসাত

পঞ্চায়েত প্রধান জয়ন্তী হালদার, জেলা তৃনমূল জয়হিন্দ বাহিনীর সহ

সভাপতি রাজু লস্কর,জয়নগর ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ

শুকুর আলি, মাতিন হালদার, প্রতাপদিত্য অধিকারী,ধনঞ্জয় সরদার, অভিজিৎ ব্যানার্জী সহ

আরো অনেকে। এদিন এই নির্বাচন বিষয়ে

জয়নগর ১ নম্বর ব্লক তৃনমূল কংগ্রেসের সভাপতি তুহিন বিশ্বাস

বলেন,১৯৪৫ সালে তৈরী হওয়া

করবেন। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে ২৬ হাজার জনের চাকরি যাওয়া প্রসঙ্গে অরুণ রায় বলেন, এটা সম্পূর্ণ সিপিএমের দোহা। এদের কোনও কাজ নেই। সারাদিন তারা চেষ্টা করছে কিভাবে যারা নিয়োগ হয়েছে তাদের কিভাবে বরখাস্ত করা যায়। বিকাশ ভট্টাচার্যের কোনও কাজ নেই। সারাদিন এই কাজেই পড়ে থাকে। এর বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ চলছে, চলবে। অনেক যোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকার চাকরি গিয়েছে। যারা মেধাবী, পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পেয়েছে তাঁদেরকে পর্যন্ত বাদ দেওয়া হয়েছে। সারা রাজ্যে শিক্ষা ব্যবস্থার অচলাবস্থা তৈরি হওয়ার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এটা ইচ্ছাকৃতভাবে করানো হয়েছে। কোর্টকে প্রত্যেক করে এটা করা হয়েছে। আদালতের রায়ের ব্যাপারে কিছু বলা নেই। তবে সিপিএম এই কাজই করে যাচ্ছে। অরুণ রায় আরও বলেন, রামনবমীতে আমাদের কোনও মিছিল বেরবে না। কোর্টের নির্দেশ যারা পেয়েছেন তারা মিছিল বার করবেন। আইনশৃঙ্খলা ধোয়ার কাজ পুলিশের। আমার আবেদন ওইদিন

জীবনদায়ী ওষুধের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে তৃণমূল কংগ্রেসের মিছিল
মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া, ৫ এপ্রিলঃ নিত্যপ্রয়োজনীয় জীবনদায়ী ওষুধের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে তৃণমূল কংগ্রেসের মিছিল। উল্লেখ্য সাম্প্রতিক কেন্দ্রীয় সরকার ৭৪৮ টি জীবনদায়ী ওষুধের মূল্য বৃদ্ধি করেছে এবং তার বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ মিছিল।শনিবার বিকেলে উলুবেড়িয়া পূর্ব, উলুবেড়িয়া দক্ষিণ ও শ্যামপুর কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় প্রতিবাদ মিছিল, উলুবেড়িয়া পূর্ব কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে উলুবেড়িয়া শহরে মিছিল অনুষ্ঠিত হয়, প্রতিবাদ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী পুলক রায়, উলুবেড়িয়া পৌরসভার পৌর প্রধান অভয় কুমার দাস,উপপৌরপ্রধান সেখ ইনামুর রহমান, উলুবেড়িয়া পূর্ব কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আকবর সেখ সহ একাধিক পৌরপিতা,পৌরমাতা। উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে ৫৮গেট নতুন রাস্তার মোড়ে মিছিল শুরু হয়ে মোহিনী মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পূর্তমন্ত্রী পুলক রায়, আরো উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ অজয় মন্ডল। অপরদিকে শ্যামপুর কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বারগ্রাম হাইস্কুল থেকে মিছিল শুরু হয়ে শেষ হয় বনমালী নগরে। এই মিছিলে নেতৃত্ব দেন শ্যামপুরের ববীয়ান বিধায়ক কালীপদ মন্ডল, তিনি বলেন ধর্মের নামে রাজনীতি থেকে সমস্ত মানুষকে দূরে থাকায় আহান জানান,হাওড়া জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ জুলফিকার আলী মোল্লা, শ্যামপুর কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নদেবাসী জানা, কর্মাধ্যক্ষ কৃষ্ণেন্দু পুরকাইত,দীপক দাস, জেলা পরিষদের সদস্য মন্দিরা মন্ডল,সহ বিভিন্ন অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি,সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সাঁকরাইলে থার্মোকল কারখানায় ভয়াবহ আগুন, এক শ্রমিকের মৃত্যু

দূরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৫ এপ্রিল : হাওড়ার সাঁকরাইলে থার্মোকল কারখানায় ভয়াবহ আগুন, অগ্নিদগ্ধ হয়ে এক শ্রমিকের মৃত্যু। প্রায় ঘণ্টা দুয়েকের চেষ্টায় আগুন আয়ত্ত। হাওড়ার সাঁকরাইলের আলমপুর মেয়ে থার্মোকল কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে এক শ্রমিকের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। মৃতের নাম আকাশ হাজরা (১৮) বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সাঁকরাইল থানার পুলিশ। শনিবার বিকেল তিনটে নাগাদ ওই আগুন লাগে। দাঁট দাঁট করে ঝলতে থাকে কারখানায়। কালো ধোঁয়ায় আকাশ ছেয়ে যায়। একে একে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের মোট ৬টি ইঞ্জিন। আগুন ঘণ্টা দুয়েক পরে আয়ত্তে আসে। দমকল কর্মীদের সাথে এদিন এলাকার বাসিন্দারাও আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। কি কারণে আগুন লাগে তা এখনো স্পষ্ট নয়। তবে আগুন নেভানোর পর্থাণ্ড ব্যবস্থা ছিলনা বলে অভিযোগ। আশেপাশে অনেক কারখানা রয়েছে।আগুন ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা ছিল। তবে দমকল ঠিক সময়ে আসায় আগুন ছড়িয়ে পড়েনি। প্রায় দুঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রনে আসে। দমকল আধিকারিক রামকৃষ্ণ সাহা বলেন, মোট ৬টি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুন লাগার কারণ স্পষ্ট নয়। ফরেনসিক টিম এলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

হুগলিতে রামনবমী উপলক্ষে মিছিলের রুট পরিদর্শন করলেন হুগলির গ্রামীণ পুলিশ সুপার কামনাশীষ সেন

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, চন্ডীতলা, হুগলি, ৫ এপ্রিলঃ আগামীকাল রামনবমী উপলক্ষে হুগলি জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে কড়া, নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষ করে হুগলির সিঙ্গুর এবং চন্ডীতলা থানা এলাকার যে সমস্ত রাস্তা দিয়ে রামনবমীর মিছিল যাওয়ার কথা সেখানে আজ সিঙ্গুর ও চন্ডীতলা থানার এবং বড়া পুলিশ ফাঁড়ির আধিকারিকদের নিয়ে হুগলি জেলা গ্রামীণ পুলিশ সুপার

চাকরি বাতিল, যোগ্য শিক্ষকরা কাঁদছে, প্রতিবাদে স্বপন দত্ত বাউল

বনস্পতি দে, হুগলী,৫ এপ্রিলঃ রাজ্যের বড়ই করণ অবস্থা কেউ চাকরি দিলো লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে অযোগ্যকে, আরও কেউবা চাকরির জন্য যোগ্য হয়েও চাকরি পেয়েও আজ চাকরি হারিয়ে তিথারী হলো। এই যোগ্য ও অযোগ্যর প্রমাণপত্র সবিতো লোপাট বলেই সুপ্রিম কোর্টে যোগ্য অযোগ্য চাকরি প্রার্থীর বাছাই এর তালিকা রাজ্য সরকার জমা দিতে পারে নি। তাই তো বিচারে অযোগ্যদের সাথে যোগ্যরা মিলে মিশে একাকার হয়ে আজ চাকরি হারালো বলির পাঁঠা হলো। রাজ্যে অগণিত বেকারদের ভিড়ে প্রায় ২৬০০০ শিক্ষক কাজ হারিয়ে আজ বেকার হয়ে গেলো। এই ভাবনায় উষ্টর স্বপন দত্ত বাউলের মন কেঁদে উঠলো তিনি হুগলী জেলার চুঁচুড়া ঘড়ি মোড় সহ ব্যাঙ জনবহুল একাকার রাষ্ট্রপতির দেওয়া একতারা কোল ডুগী বাজিয়ে গানে গানে চাকরি হারানো শিক্ষকদের কষ্টের কথা বলেন। চুচুড়ায় সচেতন পন হুগলী জেলার শ্রীরামপুর, তারকেশ্বর, ও আরতি করা হয়। সম্মান্য ও ভক্তরা কুমারীকে দেবী জ্ঞানে ফুল দিয়ে অঞ্জলি দেন।, জ্যোতিষ্পীঠ পণ্ডিত আচার্য রবিশঙ্কর দ্বীবেদী, প্রধান পুরোহিত ব্রহ্মচারী সচিৎ স্বরূপ ও মঠের উপপ্রধান পুরোহিত শ্রীধর দ্বিবেদী সহ বিশিষ্ট জনেরা মঠে উপস্থিত ছিলেন।

মঠের এই পূজার আয়োজনে ছিলেন মহারাজ প্রভাত পাটোরি, ঋত্বিক মিশ্রা, সৌরভ মিশ্রা, রবি চৌবে প্রমুখ। কুমারী দেবী দুর্গার একটি রূপ এই পূজা উপলক্ষে কুমারীকে শাডি পরিয়ে, ফুলের গয়নায় সাজিয়ে তোলা হয়, যেভাবে যে নিয়মে মা দুর্গাকে পূজা করা হয় ঠিক সেই সেই রীতি মেনেই কুমারী পূজা করা হয়। দেবী দুর্গাকে দেওয়া অর্ঘ্য ও নৈবেদ্য সমর্পিত করেন কুমারীর পায়ে। পবিত্র মন্ত্র পড়ে কুমারী পূজা ও আরতি করা হয়। সম্মান্য ও ভক্তরা কুমারীকে দেবী জ্ঞানে ফুল দিয়ে অঞ্জলি দেন।, জ্যোতিষ্পীঠ পণ্ডিত আচার্য রবিশঙ্কর দ্বীবেদী, প্রধান পুরোহিত ব্রহ্মচারী সচিৎ স্বরূপ ও মঠের উপপ্রধান পুরোহিত শ্রীধর দ্বিবেদী সহ বিশিষ্ট জনেরা মঠে উপস্থিত ছিলেন।

মঠের এই পূজার আয়োজনে ছিলেন মহারাজ প্রভাত পাটোরি, ঋত্বিক মিশ্রা, সৌরভ মিশ্রা, রবি চৌবে প্রমুখ।

ঔষুধের মূল্য বৃদ্ধি, প্রতিবাদে বর্ধমান মেডিকেল কলেজে অবস্থান বিক্ষোভে বিধায়ক

সৃজিত দত্ত, বর্ধমান, ৫ এপ্রিল : সম্প্রতি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যাবশ্যকীয় ঔষুধের দাম বৃদ্ধি করায় পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে প্রতিবাদ আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বেন্দ্যোপাধ্যায়। তার ডাকে রাজ্য জুড়ে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি। সেই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরী বিভাগের সামনে প্রোগ্রেসিভ হেল্থ অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে অবস্থান বিক্ষোভের আয়োজন করা হল শনিবার। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্যাধিকারিক জয়রাম হেমব্রম, বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের



সুপার তাপস যোষ সহ বিভিন্ন চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী এবং প্রোগ্রেসিভ হেল্থ অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরা। প্রোগ্রেসিভ হেল্থ অ্যাসোসিয়েশন স্টেট কমিটির কোষাধ্যক্ষ ডঃ সুরত সেন জানান, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে রাজ্যের তুলন্য স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে এই আন্দোলন চলছে। তিনি অভিযোগ করেন, কেন্দ্রের বিভাক্তিকর স্বাস্থ্য নীতির ফলে ১ এপ্রিল থেকে বহু ঔষুধের দাম কয়েক গুণ বেড়ে গেছে, যা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। বিধায়ক খোকন দাস বলেন, ‘ভেজাল ঔষুধ এবং ঔষুধের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষ পথে নেমেছে। কেন্দ্রীয় সরকার প্রায় ৯০০ টির বেশি জীবনদায়ী ঔষুধের মূল্য বৃদ্ধি করায় সাধারণ মানুষের মাথায় হাত পরে গেছে। কেন্দ্রীয় সরকার চিকিৎসা ব্যবস্থাকে ভেজাল করে দিচ্ছে। দলনেত্রীর নির্দেশে তারা এই জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। উল্লেখ্য, সরকারি ও বেসরকারি বহু স্বাস্থ্য সংস্থা এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। বিক্ষোভকারীদের দাবি, কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত অবিলম্বে এই স্বাস্থ্য নীতি পুনর্বিবেচনা করে সাধারণ মানুষের স্বার্থে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে শুক্রবার থেকেই রাজ্য জুড়ে জীবনদায়ী ঔষুধ ও দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল চলছে। জামালপুরেও শুক্রবার ৬ টি অঞ্চলকে নিয়ে করা হয়েছিল প্রতিবান মিছিল। এরপর শনিবার বাকি ৭ টি অঞ্চল নিয়ে জামালপুর পুলমাথা থেকে বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত একটি প্রতিবাদ মিছিল করা হয়। মিছিলে প্রায় ৭০০০ কর্মী সমর্থকদের সাথে পা মেলান বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, রুক সভাপতি মেহেদুদ খান, পরগণাতে সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, সহ সভাপতি ভূতনাথ মালিক সহ সাতটি অঞ্চলের অঞ্চল সভাপতি, প্রধান, উপ প্রধান সহ অন্যান্যরা। বিধায়ক বলেন কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন জনবিরোধী নীতি সাধারণ মানুষকে প্রচুর সমস্যায়ে ফেলে দিচ্ছে । একদিকে যেমন জীবনদায়ী ঔষুধের দাম বাড়িয়ে মানুষকে মূল্য মূখে তেলে দিচ্ছে ওপর দিকে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম। দলনেত্রীর নির্দেশে তাই এই প্রতিবাদ মিছিল করা হচ্ছে। রুক সভাপতি মেহেদুদ খান বলেন তাদের প্রিয় নেত্রী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে জীবনদায়ী ঔষুধের দাম বাড়ানো এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে দুদিন ধরে চলছে তাদের প্রতিবাদ মিছিল। কেন্দ্রের জনবিরোধী বিভিন্ন নীতির প্রতিবাদ তারা করবেন যেমন দলনেত্রী নির্দেশ দেবেন তারা তেমন ভাবেই কাজ করে যাবেন।

গৃহবধুর মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য, পলাতক স্বামী

দূরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৫ এপ্রিল : গৃহবধুর মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল মুর্শিদাবাদের ডোমকলে। আজ শনিবার সকালে নিজের ঘর থেকেই ওই মহিলার দেহ উদ্ধার হয়। তার শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলেও খবর। ঘটনার পর থেকেই স্বামী আবুল বাশার মণ্ডল পলাতক। স্বামী ওই গৃহবধুকে খুন করেছে। এমনই অভিযোগ উঠেছে মৃত্যুর বাপেরবাড়ির তরফে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। অভিযোগের খোঁজে চলছে তল্লাশি। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতার শাকিলা বিবি(৩৮)। তার বাবেরবাড়ি ডোমকলের রমনা বস্তুপুর্ন। দক্ষিণ নগরের বাসিন্দা আবুল বাশার মণ্ডলের সঙ্গে প্রায় দুই দশক আগে বিয়ে হয়েছিল তারা। ওই দম্পতির বছর ১৭-এর এক পুত্র সন্তানও আছে জানা গেছে। মৃত্যুর বাপেরবাড়ি তরফে অভিযোগ, বিভিন্ন সময়ে শাকিলা বিবির উপর অত্যাচার করত। স্ত্রী ও ছেলের জন্য তেমন কোনও দায়িত্ব ও পালন করত না সে। বাধ্য হয়ে বাপেরবাড়ির লোকজনকে মৃত্যুর জন্য তল্লাশি চালানো পাঠানো হত। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই ব্যক্তি কেবলে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করে। মাঝেমধ্যে গ্রামের বাড়িতে ফেরে। ফিরেইই শুরু হয়ে যেত স্বামী- স্ত্রীর মধ্যে আশ্রাি। স্ত্রীকে আবুলের পছন্দ নয়। সেই কথাও প্রতিবেশীদের কাছে সে একাধিকবার বলেছিল বলে অভিযোগ। এবার দিন কয়েক আগে আবুল বাড়ি এসেছিল। অতীতের মতো এবারও দু’জনের মধ্যে বিবাদ দেখা যায়। এদিন শনিবার সকাল শাকিলা বিবির কোনও সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। এরপর লোকজন ঘরে ঢুকে দেখেন লেপ ঢাকা দেওয়া অবস্থায় শুয়ে আছেন তিনি। পেশে সরাতে দেখা যায়, মৃত অবস্থায় পরে আছেন তিনি। তাঁর শরীরের একাধিক অংশে আঘাতের চিহ্ন দেখা যায়। এদিকে সকাল থেকে উধাও আবুল বাশার মণ্ডল।

বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে খুন মহিলা, খাল থেকে উদ্ধার বস্তাবন্দি মৃতদেহ

দূরন্ত বার্তা, ক্যানিং, ৫ এপ্রিল : শনিবার সকালে ক্যানিংয়ের পাণ্ডাশখালি খাল থেকে এক মহিলার বস্তাবন্দি পাচগলা মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। মৃতার নাম মৌসুমি নন্দর (২৪)। গত বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই নির্খোঁজ ছিলেন তিনি। এদিন গ্রামের মানুষজন খালে বস্তাবন্দি দেহ দেখে পুলিশকে খবর দিলে ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে। পরে পরিবারের সদস্যরা এসে দেহ শনাক্ত করেন। মৃতদেহ যমুনাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। ঘটনার তদন্তে নেমে মূল অভিযুক্ত শুকদেব সর্দারকে শনিবার বিকেলেই গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন ধরেই শুকদেবের সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল মৌসুমির। বছর ছয়েক আগে তাপস নন্দরের সঙ্গে তার বিয়ে হয়, দুই সন্তানও রয়েছে। তবুও এক বছর আগে শুকদেবের সঙ্গে অন্যত্র চলে গিয়েছিল ওই মহিলা। মাস তিনেক গড়িয়া, সোনারপুর এলাকায় ঘর ভাড়া করে দুজনে থাকার পর মৌসুমি নিজের স্বামী ও সন্তানের কাছে ফিরে আসে। গত কয়েকমাস টিক ভাবই কাটিছিল। শুকদেবের সঙ্গে নতুন করে সম্পর্ককে জড়াতে চাইছিল না সে। কিন্তু শুকদেব নানা ভাবে মৌসুমিকে উত্যক্ত করতে শুরু করে। গত বৃহস্পতিবার মৌসুমি ব্যাঙ্কে যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বের হয়। সেই থেকেই নির্খোঁজ ছিল। তারপরে অভিযোগ, রাখা থেকেই শুকদেব মৌসুমিকে অপহরণ করে। তিনি বলেন, বাড়ি থেকে ব্যাঙ্কে যাওয়ার পথেই শুকদেব আমার স্ত্রীকে অপহরণ করে। ওই আমার স্ত্রীকে খুন করেছে দেহ লোপাটের চেষ্টা করেছে। পরিবারের অভিযোগ পেয়েই মূল অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি শুরু করে পুলিশ শনিবার বিকেলে পরানিখেকো এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্তকে। পুলিশ জেয়ার সে অপারকের কথা স্বীকার করেছে। বাটিতে ডেকে এনে ওনা দিয়ে শ্রাস্তোর পরে মৌসুমিকে খুন করেছে বলে পুলিশ জেয়ার স্বীকার করেছে যে খুনের পর দেহ লোপাট করতই শুক্রবার রাতে বস্তায় ভরে তা খালের জলে ফেলে আসে শুকদেব। ধৃতকে রবিবার আলিপুর আদালতে তোলা হয়ে।

বীরভূমের বহু স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকরি যাওয়ায় পঠন-পাঠন শিকেয় উঠতে চলেছে

দূরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৫ এপ্রিল : সুপ্রিম রায়ে প্রায় ২৬ হাজার চাকরি যাওয়ায় সমস্যা়র পড়েছে বেশ কিছু স্কুল কর্তৃপক্ষ। বেশ কিছু স্কুলে পঠন-পাঠন বন্ধ হতে চলেছে। মাথায় হাত বীরভূমের বেশ কিছু অভিভাবক থেকে স্কুল কর্তৃ পক্ষের। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের রায় বের হওয়ার পর থেকে শুক্রবার স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন চাকরিহারা শিক্ষক- শিক্ষিকারা। ফলে সমস্যা়র পড়েছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। নলহাটি ২ নম্বর ব্লকের ভদ্রপুর মহারাজা নন্দ কুমার উচ্চ বিদ্যালয়ে আট জন শিক্ষক- শিক্ষিকার চাকরি যাওয়ায় সমস্যা়র পড়েছেন কর্তৃপক্ষ। স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের এই স্কুলে ৪১ জন

শিক্ষক- শিক্ষিকা থাকার কথা। কিন্তু ছিলেন ১৯ জন শিক্ষক শিক্ষিকা ছিলেন। ছাত্রছাত্রী প্রায় ১৭০০ জন। আট জন শিক্ষক- শিক্ষিকা চলে যাওয়ায় চরম সমস্যা়র পড়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নীলরতন নসিপুরি বলেন, ইংরেজি, ইতিহাস ও বাংলা বিভাগে দুই জন করে এবং ভূগোলা, রসায়ন বিভাগের শিক্ষক- শিক্ষিকা চলে যাওয়ায় সমস্যা়র পড়েছি। বাংলা বিভাগে কোন শিক্ষক থাকলেন না। কিভাবে স্কুল চলবে বুঝতে পারছি না। একই অবস্থা প্রসাদপুর রামরঞ্জন উচ্চ বিদ্যালয়ে তিন জন শিক্ষক- শিক্ষিকা চলে যাওয়ায় স্কুলের পঠনপাঠন কার্যত শিকেয় উঠেছে। স্কুলের প্রায় ১৪০০

ছাত্রছাত্রীর জন্য ছিলেন মাত্র সাত জন শিক্ষক- শিক্ষিকা। শুক্রবার থেকে তিনজন আর আসছেন না। ফলে স্কুল চলবে কিভাবে সেটা নিয়ে চিন্তিত স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক পলাশ রায়। তিনি বলেন, এমনিতেই স্কুলের শিক্ষক- শিক্ষিকার সংখ্যা কম। তিনজন চলে যাওয়ায় স্কুলের পঠন- পাঠন কিভাবে চলবে বুজতে পারছি না। আমাদের চারজনের মধ্যে একজনকে অফিসের কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। থাকল তিনজন। পঞ্চম থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে কিভাবে তিনজন শিক্ষক- শিক্ষিকা ক্লাস নেবেন? মুখ্যমন্ত্রীর মামার বাড়ি রামপুরহাট ১ নম্বর ব্লকে কুসুম্য উচ্চ বিদ্যালয়ে দুজনের চাকরি গেছে। গনিত এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দুই

শিক্ষকের চাকরি যাওয়ায় স্কুলের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক থাকল না। স্কুলের প্রধান শিক্ষক সদীপ মণ্ডল বলেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কোন শিক্ষক থাকল না। ফলে আগামী দিনে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয় রাখা যাবে কিনা সেটা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে হবে। অন্যদিকে, ৪ এপ্রিল শুক্রবার নলহাটি দুই নম্বর ব্লকের শীতলগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রসাদপুর রামরঞ্জন উচ্চ বিদ্যালয়ে গতকাল সুপ্রিম কোর্টের রায় দানের পর তিন জন শিক্ষক- শিক্ষিকার চাকরি বাতিল হওয়ায় বিপাকে পড়েছেন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পড়ুয়ার। জানা যায়, ঐ বিদ্যালয়ে ১৪০০ জন পড়ুয়া পড়াশোনা করে। এমনিতেই বদলি হয়ে অনেক শিক্ষক- শিক্ষিকা চলে

যান অন্য বিদ্যালয়ে। মোট সাত জন শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়ে ক্লাস চলছিল এতদিন। গতকাল সুপ্রিম কোর্টের রায় দানের পর চাকরি বাতিলের খবর আসতেই তিনজন শিক্ষক- শিক্ষিকা চাকরি বাতিল হয় এই বিদ্যালয়ে। মানসিকভাবে ভেঙে পড়ই তারা খবর শোনা মাত্রই সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয় ছেড়ে চলে যান। আজও তারা বিদ্যালয়ে আসেন নি। মন খারাপ সহকর্মী থেকে পড়ুয়াদের কি ভাবে পড়াশোনা হবে এই নিয়ে মাথায় হাত ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের। তিনি জানান, শিক্ষকের অভাবে এখন স্কুল চালানো মুশকিল।

রাজ্যের হিন্দু বিরোধী সরকারকে সমূলে উপড়ে ফেলুন, নদীয়ায় বললেন শুভেন্দু

দূরন্ত বার্তা, রানাঘাট, ৫ এপ্রিল : মমতা হিন্দু বিরোধী সরকার। সেই কারণে উপড়ে নোংরা ধর্ম বলছেন। সকল হিন্দুকে বলব হিন্দু বিরোধী রাজ্য সরকারকে হিন্দুকে ফেলতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মমতা সরকার হিন্দু বিরোধী সরকার, তার কারণ মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন হিন্দু একটা গাফাা ধর্ম। তার মানে হিন্দু এক টি নোংরা ধর্ম। মোথাবাড়িতে হয়েছে। এখানেও বেশি সময় লাগবে না। তাই সকল হিন্দুরা ঐক্যবদ্ধ হন। ফোন আসলে ছাড়া বলবেন না, বলুন জয় শ্রীরাম। এদিন নদীয়ার রানাঘাটে একটি রামনবমীর প্রস্তুতি অনুষ্ঠানে এসে রাজ্যের তৃণমূল নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এভাবেই তীব্র আক্রমণ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। রাত পোহালেই সারা দেশজুড়ে পালিত হবে রামনবমী উৎসব। নদীয়ার রানাঘাট থানার অন্তর্গত ফ্রেন্ডস ক্লাবের মাঠে রামনবমী উদযাপন কমিটির তরফে প্রতিবছরের মতই রাম রঘুনাথের পূজার আয়োজন করা হয়। সেখানেই উপস্থিত ছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সহ রানাঘাট সাংসদ ও নদীয়ার একাধিক বিজেপি বিধায়করা। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শুভেন্দু বলেন,দম্মা করে আজ (রবিবার) রামনবমীতে চুলকাতে আসবেন না। রাম নবমী উপলক্ষ্যে সকলেই শান্তিপূর্ণভাবেই মিছিল করবে। শুভেন্দু আরও বলেন, মমতা সরকারের সঙ্গে সরাসরি লড়াই রাজ্যের হিন্দু সমাজের। হিন্দু জাগরণ মঞ্চের ছেলেদের নোটশি পাঠাচ্ছে রাজ্য প্রশাসন। বিজেপির যুব সসেব সেবকদের বস্ত সই করানো হচ্ছে। পাশাপাশি বলা হচ্ছে কিছু হলে এক লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। একটা কথাই বলবে। এই সরকারকে উপড়ে ফেলতে হবে। এসএসসি দুর্নীতি নিয়ে তিনি বলেন, সারাদা টিটসান্ডের নথি যেভাবে তাতাড়তি পুড়িয়ে দিয়েছিল, টিক সেভাবেই এসএসসির নথিও পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

ফ্ল্যাট কেনার নামে প্রায় দেড় কোটি টাকার প্রতারণা, গ্রেপ্তার দুই

দেবাশিস কংশবণিক,মায়াপুর, ৫ এপ্রিল : আশু একটি ফ্ল্যাট বাড়ি কেনার নামে কোটি টাকার প্রতারণার অভিযোগ উঠল মায়াপুরের বাসিন্দা একটি পরিবারের বিরুদ্ধে। ঘটনায় মায়াপুর গৌরনগর থেকে মূল অভিযুক্ত অরবিন্দ ধর ও তার ভেলের প্রান্ত ধর নামে দুজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। শনিবার ধৃতদের বিরুদ্ধে প্রতারণা সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করে নবদ্বীপ আদালতের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাশে পেশ করে পুলিশ। পাশাপাশি তদন্তের স্বার্থে মূল অভিযুক্ত দুই ছেলেকে পাঁচ দিনের পুলিশ হেজাজতের আবেদন জানানো হয়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানতে পারা যায়, সম্প্রতি মায়াপুর গৌরনগর কালভার্ট এলাকার বাসিন্দা কৃষ্ণ ভক্ত মানিক মন্ডলের প্রায় দেড় কোটি টাকা মূল্যের ফ্ল্যাট বাড়ি সামান্য টাকায় রেজিস্ট্রি করিয়ে নেওয়ার অভিযোগে বর্তে মূল অভিযুক্ত অরবিন্দ ধর ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে। অভিযোগ প্রায় দেড় কোটি টাকা মূল্যে ওই ফ্ল্যাট বাড়িটি কৌশলে হাতিয়ে নিয়ে আসল মালিক মানিক মন্ডল ও তার পরিবারকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। পরবর্তীকালে বহুবার পাওনা টাকা চাইতে গিয়ে অভিযুক্ত অরবিন্দ ধর ও তার পরিবারের কাছে চরম হেনস্থার শিকার হতে হয় স্ত্রী ও একমাত্র শিশু সন্তান নিয়ে মায়াপুরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে থাকে। নিজেদের ফ্ল্যাটে ঢুকতে চাইলে তাদের দূর দূর করে তাড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগে ওঠে অরবিন্দ ধর ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে। অবশেষে সুবিচার পেতে চলতি বছরের ২৯ মার্চ নবদ্বীপ থানায় মূল অভিযুক্ত অরবিন্দ ধর ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ছ’তলা ফ্ল্যাট বাড়ির আসল মালিক মানিক মন্ডল। অভিযোগ পেয়ে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। শুক্রবার সন্ধ্যায় গোপন সূত্রে খবর পেরে মূল অভিযুক্ত অরবিন্দ ধর ও তার ছেলে প্রান্ত ধরকে গ্রেফতার করে নবদ্বীপ থানার পুলিশ।

ক্রমাগত জলাশয় ভরাটের ফলে জলবায়ুর পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে বালুরঘাটে

দূরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ৫ এপ্রিল : গরমে প্রাণ হাঁসফাঁস অবস্থা। দুপুরে রাস্তায় বেরলেই চাঁদিকাটা বোদুদ্বা সঙ্গে চোখে-মুখে আগুনের হলকা। বলা যেতেই পারে ‘ হিট আইল্যান্ড’ হিসেবে তৈরি হচ্ছে বালুরঘাট শহর। এপ্রিলের শুরুতেই এমন উষ্ণতা বালুরঘাট শহ বছর আগেও ছিল না। শহরারক্ষার বায়ু চলাচলের সুযোগ কমিয়ে দিচ্ছে নগরায়নের বাড়াবাদ। সূর্যের তাপ ঢুকছে, কিন্তু সর্বটা বেরিয়ে যেতে পারছে না। একের পর এক বহুতল মাথাচাড়া দিচ্ছে। থাকছে না দুই বহুতলের ব্যবধান। ফলে সন্ধ্যার পর তাপমাত্রা বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে না। ক্রমশ বহুতল আবাসন তথা নগরায়নের জেরে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে শহরতলে। অভিযোগ পরিবেশপ্রেমীদের। বিশ্ব উষ্ণায়নের পাশাপাশি ক্রমাগত জলাশয় ভরাটের ফলে জলবায়ুর পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে বালুরঘাটে। যা নিয়ে পরিবেশপ্রেমীরা যথেষ্ট আতঙ্কিত। এমনকি শহরের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া আত্রেরী খাতি মন্ডল যাওয়ায় তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়ছে। পরিবেশপ্রেমী তৃুহিন শুভ্র মন্ডল বলেন, কংক্রিট নির্মাণ বৃদ্ধির সঙ্গে বালুরঘাট ‘ হিট আইল্যান্ড’ হিসেবে তৈরি হচ্ছে। শহরের চরিত্র বদলে যাচ্ছে। এমন উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে অসুখও বাড়বে। জলাভূমি স্থানীয় উষ্ণতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। জলাভূমির ম্যাপিং জরুরী। একাধিক জলাভূমি ফ্ল্যাট, শপিং মল সহ ব্যবসা-আবাসিকের রাস্তা হারিয়ে গেছে। জলাভূমি প্রতিরোধ আইন অনুযায়ী ব্যক্তিগত জলাশয়ও ভরাট করা যায় না। শহর থেকে ক্রমশঃ জলাভূমি উধাও হওয়ার ঘটনা নতুন নয়। একাধিক জলাশয় আবর্জনার পূর্ণ ও বিপন্ন। এর আগে জলাভূমির তালিকা করে সেগুলো বাঁচানোর আর্জি জানিয়েছেন পরিবেশপ্রেমীরা। জলাভূমিকে পরিপূর্ণ, নষ্ট হয়ে যেতে চাইলে? হিউমানেই জলাভূমি শহরের মধ্যে বয়ে যাওয়া আত্রেরী খাঁড়ি। যা শহরবাসীর দাবিকে মান্যতা দিয়ে পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চলছে। এখনও শহরে অন্তত ৩০- ৪০ টি জলাভূমি বেঁচে আছে।

লক্ষ্মীলাভ, রামনবমীতে বিশেষ চমক

দূরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৫ এপ্রিল : রামনবমীর পতাকার মধ্যেই উঠে আসছে রাম মন্দিরের ছবি। এবারের রামনবমীতে বিশেষ চমক। ধর্মের উৎসবে বাড়তি লক্ষ্মীলাভ



জলপাইগুড়ি শহরের ব্যবসায়ীদের। একদিকে চলছে রাম নবমীর প্রস্তুতি, আর অপরদিকে গেরুয়া রঙের পতাকা, টুপি, ব্যান্ডানা কিনতে দোকান দোকানে ভিড়। শহরের টেম্পল স্ট্রিট, দিনবাজার-সহ বিভিন্ন বাজারে গেলে রামনবমী যে চলে এসেছে, সেই চিহ্নই ধরা পড়ছে। বড় বড় রামের ছবি আঁকা গেরুয়া পতাকা থেকে শুরু করে রামনবমী ম্পেশাল টি-শার্ট, জামাকাপড়ে ছেয়েছে গোটা বাজার। পতাকা, কুর্তা থেকে শুরু করে শার্ট অনেক কিছুই আছে। যদিও দুবছর বছর আগে পর্যন্ত রামনবমীর জন্য দোকানে তেমন কিছু বিক্রি হত না, তবে এখন বাড়ছে চাহিদা। গেরুয়া পতাকার বিক্রি গত দুবছরে ব্যবসা প্রতি বছর প্রায় ৪০ শতাংশ বাড়ছে বলে জানাচ্ছিলেন শহরের ব্যবসায়ীরা। ২০-২০০ টাকার মধ্যে পতাকা, ১০০-৩৫০ টাকায় কুর্তা, টিশার্ট, সীটা থেকে ফেটটি, ব্যান্ডানা বিক্রি হচ্ছে।

কোকো চাষে জলপাইগুড়ির বাজিমাত

দূরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৫ এপ্রিল : জলপাইগুড়ির কোকেই করছে বাজিমাতে। উত্তর-পূর্ব ভারতে কোকো চাষের প্রসার বাড়াতে ক্যাডবেরির নজর জলপাইগুড়ির গবেষণা কেন্দ্রে। কোকো চারা পোঁকে যাচ্ছে সুদূর মেঘালয়ে। অর্থাৎ হাচ্ছেন? উত্তর-পূর্ব ভারতে কোকো চাষের পরিধি বাড়াতে উদ্যোগী হ'য়েছে বহুজাতিক চ'ক লেট কো'পানি ক্যাডবেরি। জলপাইগুড়ির কেন্দ্রীয় ফসল রোপণ গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে প্রথম দফায় তিন হাজার কোকো গাছের কলম চারা পাঠানো হচ্ছে মেঘালয়ে। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান বিজ্ঞানী অরুণ শীট জানিয়েছেন, এই উদ্যোগের মাধ্যমে স্থানীয় চাষীদের কোকো চাষে উৎসাহিত করা হবে। আশির দশক থেকে জলপাই গুড়ির মোহিতনগরে অবস্থিত এই কেন্দ্রীয় গবেষণা ইনস্টিটিউট কোকো, নারকেল, সুপারি ও পাম ওয়েল চাষের ওপর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। এবার ক্যাডবেরির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরেক আন্তর্জাতিক কন্ফারেন্সনারি সংস্থা মন্ডেলেজ ইন্টারন্যাশনাল। উত্তর-পূর্ব ভারতে চ'ক লেট উৎপাদন করাখানা গাড়ার পরিকল্পনা করছে সংস্থাগুলি, যার জন্য কাচামাল সরবরাহ নিশ্চিত করতে কোকো চাষ বাড়ানোর ওপর জরুরে দেওয়া হচ্ছে। ক্যাডবেরি জানিয়েছে, ‘ বছর ৫০ হাজার কোকো গাছের কলম চারা উত্তর-পূর্ব ভারতে সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।’ ইনস্টিটিউট সূত্রে খবর, দক্ষিণ ভারতে কোকো চাষ বেশি হলেও উত্তর-পূর্বের আবাদাওয়ার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো মাল্টি লোকেশন ওয়েদারে টিকে থাকতে পারবে এই গবেষণায় উন্নত প্রজাতির কোকো গাছ। তিন বছরের মধ্যে ফলন দিতে সক্ষম হবে এই চারাগুলি। এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, কোকো চাষের সম্প্রসারণে কৃষকদের নতুন সন্তানবাদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেবে এই উদ্যোগ। চাষীরা কোকো বিক্রি করে লাভজনক হতে পারবেন এবং স্থানীয়ভাবে চ'ক লেট শিল্পের বিকাশের পথ সুগম হবে। কেন্দ্রীয় কাজু ও কোকো উন্নয়ন বোর্ডের সঙ্গে ক্যাডবেরির চুক্তির ফলে উত্তর-পূর্ব ভারতে কোকো চাষ যে নতুন মাত্রা পেতে চলেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ই-টেক্সার বিজ্ঞান নং. : ১২০/ভট্রিড-২/এপ্রিল-২২, তারিখ: ০৩-০৪-২০২৫;
নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেক্সার আবেদন করা হয়েছে:
টেক্সার নং ৫ ওএপ্লি-১২০২৪; কাজের নাম:
আলিপূরদুয়ার জং ডিভিশনের আওতাধীন মোহাইলদুয়ার বাট ওয়েলিং।
ওয়েলিং মূল্য:
২,১২,০০,৬৬০.৬৩/-টাকা;
বাকীদা মূল্য:
২,৫৬,০০০/-টাকা;
টেক্সার বক্কের তারিখ ও সময়
১৫:০০ তারিখ এবং
থোলা
২৫-০৪-২০২৫ তারিখ
১৫:০০ থোলা
উপরেই ই-টেক্সারের টেক্সার নথি সহ সংশ্লিষ্ট তথ্য
www.ireps.gov.in
ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ভট্রিড), আলিপূরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

আম চিঠি অনুসরণ করে

খাওয়া দাওয়া

বেগুনের খাটার রেসিপি



উপকরণঃ বড় সাদা বেগুন ৩টি, হলুদগুঁড়া ২ চাচামচ, মরিচগুঁড়া ২ চাচামচ, ধনেগুঁড়া আধা চাচামচ, জিরাগুঁড়া ১ চাচামচ, লবণ স্বাদমতো, সয়াবিন তেল ১ কাপ, ভাজা জিরাগুঁড়া, তেঁতুলের রুখা আধা কাপের কম, পেঁয়াজবাটা দেড় টেবিল চামচ, বেরেস্তা ১ টেবিল চামচ, ধনেপাতাকুচি অল্প পরিমাণ, কাঁচা মরিচ ফালি ৫টি।

প্রণালিঃ বেগুন গোল চাক করে কেটে জলেতে ভিজিয়ে রাখুন, কালাে কষ ধুয়ে যাবো। একটি পাত্রে বেগুনের সঙ্গে পরিমাণমতো লবণ, হলুদ, মরিচ মিশিয়ে নিনা। চুলায় কড়াই চাপিয়ে গরম হলে পরিমাণমতো তেল দিয়ে বেগুন ভেজে তুলুন। কড়াইয়ে বাকি তেল দিয়ে পেঁয়াজবাটা নেড়ে বাকি মসলা কথিয়ে নিন। এবার এক কাপ গরম জল দিয়ে ফুটিয়ে ভাজা বেগুনগুলো দিয়ে দিন। ঝোল কমে এলে তেঁতুলের রুখা ও কাঁচা মরিচ দিন। মাখা মাখা হয়ে এলে ধনেপাতাকুচি ও ভাজা জিরাের গুঁড়া দিয়ে নামিয়ে বেরেস্তা ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

মাংস ছাড়াই বিরিয়ানি রান্না হবে



উপকরণঃ বাসমতী চাল ২ কাপ, পেঁয়াজকুচি আধা কাপ, কিউব করে কাটা আলু আধা কাপ, মটরশুঁটি আধা কাপ, ব্রকলি আধা কাপ, ফুলকপি আধা কাপ, গাজর আধা কাপ, কাজুবাদাম আধা কাপ,

আমন্ত ৪ টেবিল চামচ, কিশমিশ ৪ টেবিল চামচ, আলুবোখারা ১০টি, তেজপাতা ২টি, দারুচিনি ৪ টুকরা, ছোট এলাচি ৬টি, লবঙ্গ ৬টি, তেল ৬ টেবিল চামচ, ঘি ৩ টেবিল চামচ, লবণ পরিমাণমতো, চিনি ২

স্বাস্থ্য উন্নয়নে রাজ্যেরপ্রাইভেট নার্সিং হোমস ও হাসপাতাল ওনার্স’ অ্যাসোসিয়েশন

কলকাতা, ৫ এপ্রিলঃ প্রাইভেট নার্সিং হোমস ও হাসপাতাল ওনার্স’ অ্যাসোসিয়েশন এর পক্ষ থেকে , ৫ এপ্রিল কলকাতা প্রেস ক্লাবে ‘স্বাস্থ্য পরিষেবার আমরা শীর্ষক এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা ও সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এই আলোচনার মূল লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য পরিষেবার সার্বিক মানোন্নয়নে কীভাবে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনের মধ্যে সমন্বয় তৈরি করে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন আনা যায়, তা নিয়ে গঠনমূলক মত বিনিময় করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের খ্যাতনামা চিকিৎসক, স্বাস্থ্য

পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, নীতিনির্ধারক, সমাজের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধি ও গণমাধ্যমকর্মীরা-র পক্ষ থেকে জানানো হয়, আগামী ২০২৬ সালের মধ্যে এমন একটি সমঝিত ও আধুনিক স্বাস্থ্য পরিকাঠামো গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, যাতে করে সাধারণ মানুষকে চিকিৎসার জন্য নিজের জেলা বা রাজ্যের বাইরে যেতে না হয়। এছাড়াও, আজকের আলোচনায় আগামী ৯ ও ১০ মে কলকাতায় প্রাইভেট নার্সিং হোমস ও হাসপিটালস ওনার্স’ অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সম্মেলন

লেমন গার্লিক চিকেনের রেসিপি

উপকরণঃ মুরগির বুকের মাংস আধা কেজি, মাঝারি লেবু ৪টি, গোলমরিচের গুঁড়া ২ টেবিল চামচ, মরিচগুঁড়া ১ টেবিল চামচ, লবণ আদমতো, রসুনকুচি দেড় টেবিল চামচ, মাখন ৫০ গ্রাম, আদারসুন পেস্ট ১ টেবিল চামচ, ময়দা ১ চাচামচ, বরফজল ২ কাপ।

প্রণালিঃ মুরগির টুকরা কেটে ভালো করে ধুয়ে নিন। চিকেনের গায়ে লবণ, দুই টেবিল চামচ লেবুর রস, মরিচগুঁড়া মাখিয়ে ২০ মিনিট রেখে দিন। চুলায় গ্রিল প্যান গরম করে বাটার ব্রাশ করে দিন অল্প করে। প্যান গরম হয়ে ঝোঁয়া উঠলে চিকেন পিসগুলো এপিঠওপিঠ সোনালি হলে সিল করে (দাগ ফেলে) তুলে নিন। অন্য একটি প্যান চুলায় দিন। সবটুকু মাখন দিন। গরম হলে রসুনকুচি দিন। এবার ময়দা দিয়ে নেড়ে অল্প ঠান্ডা জল ঢেলে আদারসুন পেস্ট দিয়ে মিশিয়ে ঝাল দিন। ফুটে এলে চিকেন পিস দিয়ে মিনিট চারেক ঢেকে রান্না করুন। ঢাকনা খুলে উস্টে দিন। ঝোল কমে এলে বাকি লেবুর রস ও গোলমরিচগুঁড়া মিশিয়ে নিন। লবণ চেষ্টে নামিয়ে নিন।



টেবিল চামচ, দুধ আধা কাপ, মালাই ৪ টেবিল চামচ, জাফরান সামান্য, কেওড়াজল ১ চা-চামচ।

প্রণালিঃ চাল ধুয়ে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখুন। অথফোলা অবস্থায় জল বারিয়ে নিতে হবে। দুধ, মালাই, জাফরান, কেওড়া একসঙ্গে মিলিয়ে রাখতে হবে। অল্প তেলে সব সবজি অল্প লবণ দিয়ে পর্যায়ক্রমে ভেজে উঠিয়ে রাখতে হবে। এবার তেল ও ঘি গরম করে গরমসলাার ফোড়ন দিয়ে বাদাম, কিশমিশ ভেজে নিন। সব সবজি তাতে দিয়ে কিছুক্ষণ নাদুন। ভাত, লবণ, চিনি দিয়ে কিছুক্ষণ ভেজে নিন। মিশিয়ে রাখা দুধ দিয়ে ১০-১২ মিনিট দমে রেখে পরিবেশন করুন।

মলয় সুরঃ হুগলির চুঁচুড়া শহরের

বাসস্ট্যান্ডের কাছে বিরাট বিপণন প্রতিষ্ঠান ইন্ডিয়ান সিন্ধু হাউজ এজেন্সি তাদের একটি শোরুম শূক্রবার উদ্বোধন হলো। সারা ভারতবর্ষের ৪৬ টি শাখা রয়েছে। কেবলমাত্র পিওর সিন্ধু শাডি যা মহিলাদের পছন্দের একমাত্র প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন রাজ্যের সিন্ধু শাডি এক ছাদের তলায় পাওয়া যায়। ১৯৭১ সালে কলকাতার বুকে প্রথম ব্যবসা শুরু হয়। দর্শন ধুরিয়া ও প্রতিভা ধুরিয়া বর্তমান মালিকানায রয়েছে। এদিন সিরিয়াল অভিনেত্রী রাজনন্দিনী হাল উদ্বোধন করেন। প্রতিষ্ঠানের পোে রিটেলার সঙ্গয় সভা বলেন, দীর্ঘ ৫৪ বছরের প্রতিষ্ঠান বিশ্বস্ত ও সততার সঙ্গে ব্যবসার পরিধি এগিয়ে চলেছে। এখন নৈশাশী মাস, প্রত্যেক ক্রেতাকে ছাড় দেওয়া হবে। এই শোরুমের শাডি সম্ভার রয়েছে কাক্সিভরম, সিন্ধু শাডি, বকুনী ও সরমধুবনী, চাঁদরি, মহেশ্বরী, বালুচরি জামদানি, কাম্বীর, টিলা প্রভৃতি। মহিলাদের এই প্রতিষ্ঠানের শাডি পছন্দের তালিকায় সবথেকে বেশি থাকে।

হাসপাতাল এবং নার্সিংহোমের মালিকদের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন ডক্টর জুলফিকার মন্ডল ,এমডি জাহিরুল ইসলাম শেখ ,সৈয়দ আশরাফ হোসেন, তাহের শেখ , এমডি আব্বাস উদ্দিন ,শেখ আব্দুল্লাহ , মলয় পিট,পঙ্কজ মুখার্জী, সঞ্জয় শর্মা ,রাজীব কুণ্ডু, তাপস কুমার ঘোষ সহ আরো অনেকে।

বকুলতলা নতুনহাটে ত্নমূল প্রতিবাদ কর্মসূচি

জয়নগর, ৫ এপ্রিলঃ জীবনদায়ী গুণ্ধের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে শনিবার বিকালে জয়নগর বিধানসভার গড়দেওয়ানি অঞ্চল ত্র্নমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বকুলতলা থানার নতুনহাটে প্রতিবাদ মিছিল ও প্রতিবাদ সভা হয়ে গেলে। যাতে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর বিধানসভার বিধায়ক বিন্ধানা দাস, জয়নগর ২ নং ব্লকের মহিনরিটি সেলের সভাপতি শিক্ষক সাহাবুদ্দিন শেখ,জয়নগর ২ নম্বর পঞ্চায়েত সীমিত ভূমি দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ সেলিম শেখ,খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ ওয়াহিদ মোল্লা,হাসান লস্কর,গড়দেওয়ানি পঞ্চায়েত প্রধান প্রতিনিধি হারুন মোল্লা সহ আরো অনেকেকেকরকদিন আগে কেন্দ্রের মেদী সরকার জীবনদায়ী গুণ্ধের মূল্য বৃদ্ধি করেবোশিষারাজ্য ক্ষেত্রে দিগ্গুন, তিনগুন দাম বৃদ্ধি করা হয়েছে।আর তারই প্রতিবাদে সারা রাজ্য জুড়ে সোমবার ও রবিবার প্রতিবাদ কর্মসূচি পালনের কর্মসূচি নেওয়া হয় ত্র্নমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে।

পেনশন বিতরণের জন্য ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় পেনশন

অ্যাকাউন্টিং অফিস কর্তৃক অনুমোদিত আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক

খুলতে পারেন। প্রাথমিক পেনশনভোগীর মৃত্যুর ক্ষেত্রে, স্বামীস্ত্রী একই অ্যাকাউন্টে ফ্যামিলি পেনশন পেতে পারেন। আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক সেভিংস অ্যাকাউন্ট যেখানে পেনশন জমা হবে, সেখানে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছে

১. ডেবিট কার্ড ইস্যু, আইএমপিএস, এনইএফসি এবং আরটিজিএস, চেক বই ইস্যু, এটিএম কাশ্য উইথড্রাল, ব্রাঞ্চ কাশ উইথড্রল এবং ডিপোজিট, ডিমান্ড ড্রাফট, পে অর্ডার, এসএমএস এলটিএ, আন্তর্জাতিক এটিএম চার্জ - ৩৬টি পরিষেবার মতো সকল সঞ্চয় অ্যাকাউন্ট পরিবোয় জিরো সুদ

নতুন পান্নান সেতু, প্রগতি, ভক্তি এবং উন্নয়নের মাধ্যমে ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করবে

নয়াদিল্লি, ৫ এপ্রিলঃ ভারত, ঐশ্বরিক একটি পবিত্র ভূমি, যা ৫২টি শক্তিপীঠ, ১২টি জ্যোতির্লিঙ্গ এবং পবিত্র চার ধাম দ্বারা সমৃদ্ধ, যা হিন্দু সংস্কৃতির শিকড়কে গভীরভাবে প্রতিকলিত করে। এগুলির মধ্যে, একটি উল্লেখযোগ্য ধাম, যা চার ধামের মধ্যে একটি এবং ১২টি জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে একটি, রামেশ্বরমের পবিত্র দ্বীপে অবস্থিত। এটা বিশ্বাস করা হয় যে লক্ষায় রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে ভগবান শ্রী রাম সেখানে ভগবান শ্রী রামানাত্থস্বামীজী-র পূজা করে সেই স্থানকে পবিত্র করেছিলেন। কাম্বীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত, ভারত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির গভীরে প্রােথিত এক বিশাল রাষ্ট্র হিসাবে বিদ্যমান। এই ধরনের একটি রাষ্ট্রকে তার আধ্যাত্মিক এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে সংযুক্ত করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ - যা ভারতীয় রেলওয়ে বছরের পর বছর ধরে, মানুষকে তাদের পবিত্র গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দিয়ে সম্পন্ন করে আসছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে নতুন পান্নান সেতু নির্মাণ হল একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এই রামনবমীতে, রামেশ্বরমের পবিত্র ভূমিতে, যেখানে ভগবান রামনাত্থস্বামী ভক্তদের উপর তাঁর আশীর্বাদ প্রদান করেন, সেখানে এটির শুভ উদ্বোধনের মাধ্যমে তামিলনাড়ুর অগ্রগতির একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে। পান্নাম সেতু, মূলত ব্রিটিশদের দ্বারা নির্মিত, যা পুরনো হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু নতুন স্টেট-অফ-দ্য-আর্ট সেতুটি আধুনিক প্রকৌশল এবং ভারতের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের সংমিশ্রণের এক দৃষ্টান্ত। নতুন ভারতের স্বপ্ন নিয়ে নির্মিত এই সেতুটি প্রগতি, উদ্ভাবন এবং উন্নয়নের প্রতি অটুট প্রতিশ্রুতির প্রতীক।এই সেতুটি কেবল একটি পরিকাঠামোগত বিস্ময় নয় - এটি জাতীয় ঐক্য ও অগ্রগতির প্রতীক, যা ভাষা ও রাজনীতির উর্ধ্বে মানুষকে সংযুক্ত করে। মৌলির নেতৃত্বে, ভারত অন্তর্ভুক্তিমূলক বৃদ্ধির দিকে এগিয়ে চলেছে, যেখানে উন্নয়ন বিভাজনের উপর জয়ী। এই সেতুটি ভ্রমণ এবং পর্যটনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, যা আরও ভক্তদের রামেশ্বরম পরিদর্শন এবং ভগবান রামনাত্থস্বামীর ঐশ্বরিক দর্শন পেতে সাহায্য করবে। উন্নত যোগাযোগের ফলে ভারত জুড়ে তীর্থযাত্রীরা ধর্মীয় পর্যটনের অতিরিক্ত এবং আধ্যাত্মিক মহিমা অনুভব করতে সক্ষম হবেন, সেতুটি বাবসা-বাণিজ্যকেও উন্নত করবে, আরও জাহাজকে স্বাচ্ছন্দ্যে জলে চলাচল করতে দেবে। এটি রামেশ্বরমের জীবনরোখা ট্র্যাক হিসাবে কাজ করবে, যা অঞ্চলগুলির অর্থনীতিকে শক্তিশালী করবে এবং প্রযুক্তি ও উন্নয়নের চাবিকাঠি হিসাবে এর ভূমিকা বৃদ্ধি করবে।৭২.৫ মিটার উল্লম্ব লিফট স্প্যান সহ প্রায় ২ কিলোমিটার প্রসারিত, এই প্রকৌশল বিস্ময় ভারতের প্রথম উল্লম্ব লিফট রেল সেতু যা বিশাল ভারত মহাসাগরের উপর নির্মিত। প্রচণ্ড জলরাশি এবং তীরে আছড়ে পড়া অবিরাম ঢেউয়ের মধ্যে, এই সেতুটি ভারতের প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং অটল সংকল্পের প্রমাণ হিসাবে দণ্ডায়মান। যোগাযোগ ছাড়াও এটি অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, বাণিজ্য, পর্যটন এবং আঞ্চলিক উন্নতির জন্য একটি জীবনরোখা হিসাবে কাজ করবে। এই সেতু নতুন পথ উন্মোচন করেছে, এটি শুধুমাত্র তামিলনাড়ুর অগ্রগতিকে শক্তিশালী করবে তাই নয়, রামেশ্বরমের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকেও সম্মান করবে। রামেশ্বরমে ভগবান রামনাত্থস্বামীর স্থানার মাধ্য দিয়ে যেভাবে রাম-রাবণ সংগ্রামের সূচনা হয়েছিল, একইভাবে পবিত্র ভূমিতে এই স্মারক সেতুর উদ্বোধনের মাধ্যমে ভারতের বিকাশ যাত্রাও সমৃদ্ধ হবে এবং অগ্রসর হবে। এই সেতুটি শুধুমাত্র একটি পরিকাঠামো প্রকল্প ছাড়াও এটি অগ্রগতির প্রতীক, ভারতের প্রকৌশল উৎকর্ষের প্রমাণ এবং শ্রীরামের উত্তরাধিকারের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা। যেহেতু এটি বিশাল ভারত মহাসাগরের উপরে বিদ্যমান, তাই এটি তামিলনাড়ু এবং ভারতের জন্য বৃদ্ধি, যোগাযোগ এবং সমৃদ্ধির এক নতুন যুগের সূচনা করবে।

খানাকুলের গুজরাট জুনিয়র হাই স্কুলে সুপ্রিম রায়ে একমাত্র শিক্ষকের চাকরি চলে গিয়েছে, গ্রুপ-ডি এক কর্মীর হাতেই এবার দায়িত্ব গোটা স্কুলের

শুভঙ্কর দে, খানাকুল হুগলি, ৫ এপ্রিলঃ হুগলির একটি স্কুলে একজন স্কুল শিক্ষক ছিলেন। সুপ্রিম নির্দেশের পর চলে গেল তাঁর চাকরিও। আর কোনও শিক্ষক নেই সংশ্লিষ্ট ওই স্কুলে। ফলত, গ্রুপ-ডি এক কর্মীর হাতেই এবার দায়িত্ব গোটা স্কুলের। আশঙ্কা ছিল একসঙ্গে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকরি চলে যাওয়ায় প্রভাব পড়বে না বাংলার স্কুলগুলিতে? তারপর মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিকের খাতা দেখা এখনও বাকি রয়েছে। এই অবস্থায় কীভাবে সামাল দেওয়া হবে? আরামবাগের খানাকুলের গুজরাট জুনিয়র হাই স্কুল। সেখানেই সুপ্রিম রায়ে একমাত্র শিক্ষকের চাকরি চলে গিয়েছে অভিজিৎ পালুইয়ের। তিনি এই স্কুলের ছিলেন। তাঁর হাতেই যাবতীয় দায়িত্ব ছিলেন। স্কুলে মোট পড়ুয়া চারিশ জন। চাকরি চলে যাওয়ার খবরে শিক্ষক ছেলে পড়লেও ছাত্র-ছাত্রীদের কথা ভেবে বিদ্যালয়ে এসে পরীক্ষা নিচ্ছেন। যদিও এখনো ডিআই, এডিআই অফিস থেকে তিনি কোনও চিঠি পাননি। তিনি আত্মবিশ্বাসী যে তিনি যোগ্য। তার ওএমআর সিট ও রেজাল্ট ভাল এই ব্যাপারে। আগামী ৭ তারিখ মুখ্যমন্ত্রীর নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ঠৈকে যাবেন। তবে পার্শ্ববর্তী বিদ্যালয়ের এক শিক্ষক তিনি জানিয়েছেন রাজ্য সরকার যদি হাইকোর্টের রায়টিকে মান্যতা দিত, তাহলে ২৬ হাজার শিক্ষকের ভবিষ্যৎ প্রশিক্ষের মুখে পড়ত না। চাকরিহারী শিক্ষক অভিজিৎ পালুই আছেন। “এই পরিস্থিতিতে দাঁড়াব বলেন, “এই পরিস্থিতিতে দাঁড়াব ভাবিনি। আমরা শুধু চাইছি কোনওভাবে বেঁচে। আমার গ্রামে আমি ভাল ছলে। আমি কোনও দিন সেকেন্ড হইনি। কাকে দোষ দেব বলুন তো?” আমার বাড়িতে তিন বছরের ছেলে আছে। বৃদ্ধ বাবা আছেন।খাতা চুঁচু করে এক চাকরি করেছি। যাঁরা দোষ করল তাঁদের সাথে নির্দেশদের বলি দিবা। পরিবার খুব অসহায় হয়ে পড়েছে। এবার কীভাবে জানি না।

Name Change
I, MOUSUMI DAS (Old Name) W/O- Chandan Das resident of Vill & Po- Purnima, Bg- Chakdaha, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741222 do hereby decralre that I have changed my name from Mousumi Das to Purnima Das and henceforth I shall be known as Purnima Das (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 04/04/2025. My name Purnima Das & Mousumi Das both are same and one identical person.

Name Change
I, LAXMI PAUL,WIFE OF HIMADRI SHEKHAR PAUL,RESIDING AT 32/C M.M. GHOSH ROAD, SOUTH DUM-DUM, PO - MOTIHEEL,P.S.- NAGER BAZAR, BARRACKPORE - 700074, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NIYOTI PAUL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/04/2025. THAT LAXMI PAUL AND NIYOTI PAUL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, AFTAR ALI (OLD NAME) S/O MD ABUL ALI, RESIDING AT DEGANGA BAJAR PARGANA,PO-DEGANGA, DIST -24 PARGANAS NORTH,PIN-743423, WEST BENGAL, INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD AFTAR ALI (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT ALPIRORE COURT ON 26/03/2025. AFTAR ALI (OLD NAME) AND MD AFTAR ALI (NEW NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Tutul Saha S/O Late Bijay Saha Residing at 24/B, 1B Bijay Nagar, Kestor Gali, P.O. & P.S. Naihati, Dist. North 24 Parganas, Pin-743165 Wb do hereby solemnly affirm and declare my wife's actual name BARNNA SAHA instead of BURNA SAHA, vide an affidavit sworn before the LD. Judicial Magistrate 1st Class, Barrackpore, North 24 Parganas on 04/04/2025. BARNNA SAHA and BURNA SAHA both are same and identical person.

Name Change
I, Jane Alam (Old Name) S/O–Rosana Sk resident of Vill & Po–Amgoria, Ps–Ketugram, Dist–Purba Bardhaman, West Bengal, Pin- 713129 do hereby decralre that I have changed my name from Jane Alam to Janebali Seikh and henceforth I shall be known as Janebali Seikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 04/04/2025 . My name Janebali Seikh & Jane Alam both are same and one identical person.

Name Change
I,SARMISTHA DAS BASAK (OLD NAME) W/O ABHISHEK BASAK AND D/O SAMBUHA DAS RESIDING AT KORAR BAGAN, BONGAON,DIST-24 PARGANAS NORTH,PIN-743235,WEST BENGAL,INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SARMISTHA DAS (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/04/2025. SARMISTHA DAS BASAK (OLD NAME) AND SARMISTHA DAS (NEW NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Prabir Das (old name) S/O Manmohan Das, residing at 30/15, Selimpur Road, P.O.- Dhakuria, P.S.- Garfa, Dist- Kolkata, Pin- 700031, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Prabir Kumar Das (new name) as declared before the notary public at kolkata, dated 04/04/2025. Prabir Kumar Das (new name) and Prabir Das (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Allen Saurav Chiang Bikash (old name) S/O Bikash Khan, residing at 82/1J, 2nd Floor, Collin Street, Park Street, Kolkata- 700016, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Allen Saurav Chiang (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 04/04/2025. Allen Saurav Chiang (new name) and Allen Saurav Chiang Bikash (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Christina Chiang Allen (old name) W/O Allen Saurav Chiang, residing at 82/1J, 2nd Floor, Collin Street, Park Street, Kolkata- 700016, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Christina Chiang (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 04/04/2025. Christina Chiang (new name) and Christina Chiang Allen (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Ranuja Bibi (old name) W/O Kutubuddin Mallick, residing at Y-2/22, Satghara Road, P.O.- Badartala, P.S.- Nadial, Kolkata- 700044, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Ranuja Khatoon (new name) as declared before the notary public at kolkata, dated 27/03/2025. Ranuja Khatoon (new name) and Ranuja Bibi (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Saiful Islam & Saiful (old names) S/O Abdul Rahim, residing at T-474/A, Panch Para Lane, P.O.- Bartala, P.S.- Rajabagan, Kolkata- 700018, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Saiful Islam Bagani (new name) as declared before the notary public at kolkata, dated 27/03/2025. Saiful Islam Bagani (new name) and Saiful Islam & Saiful (old names) all are same and identical person.

Name Change
I, Ommahan Bibi (old name) W/O Hashem Mullick, residing at Y-2/22, Satghara Road, P.O.- Badartala, P.S.- Nadial, Kolkata- 700044, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Ommahan Khatun (new name) as declared before the notary public at kolkata, dated 04/04/2025. Ommahan Khatun (new name) and Ommahan Bibi (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Mohammed Kutubuddin Mallick & Kutubuddin Mullick (old names) S/O Hashem Mullick, residing at Y-2/22, Satghara Road, P.O.- Badartala, P.S.- Nadial, Kolkata- 700044, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Kutubuddin Mallick (new name) as declared before the notary public at kolkata, dated 27/03/2025. Kutubuddin Mallick (new name) and Mohammed Kutubuddin Mallick & Kutubuddin Mullick (old names) all are same and identical person.

Name Change
I, Dipayan Chakraborty (old name) S/O Rathindra Nath Chakraborti, residing at 2, Vidyasagar Street, Konnagar, Hooghly- 712235, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Dipayan Chakraborti (new name) as declared before the notary public at kolkata, dated 04/04/2025. Dipayan Chakraborti (new name) and Dipayan Chakraborty (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Shakila Bibi (old name) W/O Shaikh Ahsanulla, residing at Z-4/26, Jelia Para Road, P.O.- Badartala, Kolkata- 700044, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Sakila Bibi (new name) as declared before the notary public at kolkata, dated 04/04/2025. Sakila Bibi (new name) and Shakila Bibi (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Sk Asanullah Molla (old name) S/O Shaikh Abdus Sattar, residing at Z-4/26, BADARTALA, MOLLA PARA LANE, PO-BASARTALA, KOLKATA-700044, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Shaikh Ahsanulla (new name) as declared before the notary public at kolkata, dated 04/04/2025. Shaikh Ahsanulla (new name) and Sk Asanullah Molla (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Jinnatan Firdus & Jinnatan (old names) W/O Saiful Islam Bagani, residing at T-474/A, Panch Para Lane, P.O.- Bartala, P.S.- Rajabagan, Kolkata- 700018, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Meherun Bibi (new name) as declared before the notary public at kolkata, dated 27/03/2025. Meherun Bibi (new name) and Jinnatan Firdus & Jinnatan (old names) all are same and identical person.

Name Change
I,SHEKH MOHAMMAD MOJAM (OLD NAME),SON OF SHEKH MAFJUDDIN, RESIDING AT 15 MANIKPUR, THAKUR-PARA,PO - ITALGACHA, PS- DUMDUM, NORTH 24 PARGANAS - 700079,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHEKH MOJAM (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT BARASAT ON 28/02/2025.THAT SHEKH MOHAMMAD MOJAM AND SHEKH MOJAM BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I,Abdur Rashid (Old Name) S/O– Rejalul Karim Mondal resident of Vill- Kamadpur, Po- Shyamnagar Bali, Ps- Nowda, Dist- Murshidabad, West Bengal, Pin-741156 do hereby decralre that I have changed my name from Abdur Rashid to Abdur Rashid Mondal and hencefort I shall be known as Abdur Rashid Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 04/04/2025 . My name Abdur Rashid Mondal & Abdur Rashid both are same and one identical person.

Name Change
I, Manotosh Biswas & Manotosh Kumar Biswas (Old Name) S/O– Balaram Biswas resident of Vill & Po- Betai Natin Para, Ps- Tahatta, Dist- Nadia, West Bengal, Pin-741163 do hereby decralre that I have changed my name from Manotosh Biswas & Manotosh Kumar Biswas to Manotosh Kumar Biswas and hencefort I shall be known as Manotosh Kumar Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit swrn before the notary public Berhampore court on 04/04/2025 . My name Manotosh Kumar Biswas (new name) & (Old Name) Manotosh Biswas & Manotosh Kumar Biswas both are same and one identical person.

Name Change
I,Md Abul Basar (Old Name) S/O– kamaluddin Sekh resident of Vill- Baikunthapur Po-Beipar, Ps- Berhampore Dist- Murshidabad, West Bengal, Pin- 742134 do hereby decralre that I have changed my name from Md Abul Basa to Abul Basar and hencefort I shall be known as Abul Basar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 04/04/2025 . My name Abul Basar & Md Abul Basar both are same and one identical person.

Name Change
I, Abdul Malek Biswas (Old Name) S/O– Khoda Box Biswa resident of Vill- Murairpur Po- Madhurkul Ps- Domkal Dist- Murshidabad, West Bengal, Pin- 742406 do hereby decralre that I have changed my name from Abdul Malek Biswas to Abdul Maleque and hencefort I shall be known as Abdul Maleque (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 04/04/2025 . My name Abdul Maleque & Abdul Malek Biswas both are same and one identical person.

Name Change
I, Md Saidur Rahaman (Old Name) S/O– Late Abul Kader Sk resident of Vill- Mankara, Po- Balarampur, Ps- Berhampore, Dist- Murshidabad, West Bengal, Pin- 742165 do hereby decralre that I have changed my name from Md Saidur Rahaman to Md Shahidur Rahaman and hencefort I shall be known as Md Shahidur Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 04/04/2025 . My name Md Shahidur Rahaman & Md Saidur Rahaman both are same and one identical person.

Name Change
I, Sajjad Ali (Old Name) S/O– Easraflil Mondsal resident of Vill & Po- Lochanpur, P.s- Islampur Dist- Murshidabad, West Bengal, Pin-742304 do hereby decralre that I have changed my name from Sajjad Ali to Md Sajjad Ali and hencefort I shall be known as Md Sajjad Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 04/04/2025 . My name Md Sajjad Ali & Sajjad Ali both are same and one identical person.

Name Change
I, Md Abul Bari Biswas (Old Name) S/O– Md Yasin Biswas resident of Vill- Chandarahat, Po- Haribhanga, Ps- Murshidabad, Dist- Murshidabad, West Bengal, Pin- 742302 do hereby decralre that I have changed my name from Md Abul Bari Biswas to Abdul Bari Biswas and hencefort I shall be known as Abdul Bari Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Lalghah court on 30/12/2024 . My name Abul Bari Biswas & Md Abul Bari Biswas both are same and one identical person.

Name Change
I, Anai Sekh (Old Name) W/O– Alimuddin Shaikh resident of Nasipur Bhagyabantapur, Ps-Kaliganj, Dist- Nadia, West Bengal, Pin-713130 do hereby decralre that I have changed my name from Anai Sekh to Ayamatun Bibi and hencefort I shall be known as Ayamatun Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 04/04/2025. My name Ayamatun Bibi & Anai Sekh both are same and one identical person.

Name Change
I,Tapan Deb (Old Name) S/O–Rebati Ranjan Deb resident of Buniadpur, Harirampur, Dist- Dakshin Dinajpur, West Bengal, Pin-7133121 do hereby decralre that I have changed my name from Tapan Deb to Tapan Kumar Deb and hencefort I shall be known as Tapan Kumar Deb (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 04/04/2025 . My name Tapan Kumar Deb & Tapan Deb both are same and one identical person.

Name Change
I, Surman Sekh (Old Name) S/O– Alimuddin Shaikh resident of Nasipur Bhagyabantapur, Ps-Kaliganj, Dist- Nadia, West Bengal, Pin-713310 do hereby decralre that I have changed my name from Surman Sekh to Surman Shaikh and hencefort I shall be known as Surman Shaikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 04/04/2025 . My name Surman Shaikh & Surman Sekh both are same and one identical person.

Name Change
I,Shudhanshu Kumar Biswas (Old Name) S/O–Shishubar Biswas resident of Vill- Barbaria Colony, Po-Barbaria, Ps-Dhantala, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741502 do hereby decralre that I have changed my name from Shudhanshu Kumar Biswas to Sudhanshu Biswas and hencefort I shall be known as Sudhanshu Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 04/04/2025 . My name Sudhansu Biswas & Shudhanshu Kumar Biswas both are same and one identical person.

Name Change
I, Selim Shaikh (Old Name) S/O– Chandali Sk resident of Vill-Chandipur, Po-Mahammadpur, Ps-Nowda, Dist- Murshidabad, West Bengal, Pin-742121 do hereby decralre that I have changed my name from Selim Shaikh to Selim Sk and hencefort I shall be known as Selim Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 04/04/2025 . My name Selim Sk & Selim Shaikh both are same and one identical person.

মহামেডানের কোনও দায়ভার নেবে না বলে জানিয়েছিল শ্রাচি স্পোর্টস



৫ এপ্রিল : গত বুধবারই এফএসডিএলকে চিঠি দিয়ে ইনভেস্টর শ্রাচি জানিয়েছে, আশ্বাস মতো শেয়ার না পাওয়ায় মহামেডানের আর দায় নেবে না তারা। এফএসডিএলকে করা ই-মেলে ‘করা হয়েছিল মহামেডান ও এআইএফএফকে। শ্রাচির এই চিঠির খবর পেয়েই গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ক্লাব তাঁবুতে জরুরি বৈঠকে বসেন সাদা-কালো কর্তারা। বৈঠক শেষেই ফেডারেশনকে জানিয়ে দেওয়া হয়, সুপার কাপে খেলবে মহামেডান। ক্লাব সভাপতি আমিরুদ্দিন ববি জানিয়েছেন, বৈঠকে বসার আগে তিনি শ্রাচি কর্তা রাহুল টাউরি সঙ্গে ফোনে কথা বলেন। তাঁকে আশ্বাস দেওয়া হয় দু-এক দিনের মধ্যেই চুক্তি সম্পন্ন করে শেয়ার হস্তান্তর করে দেওয়া হবে। অন্যদিকে, মহামেডান রিজার্ভ দলের কোচ হাকিম সোয়েভো-সহ অ্যালেক্সিস, জুডিকা, কসিমভ ও মাকেলো বেভেন না পেয়ে ফিফার অভিযোগ জানিয়েছেন। সেই নিয়েও বৃহস্পতিবার আলোচনা হয়। মহামেডান সভাপতি জানান, ফেডারেশনকে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে তাঁরা সুপার কাপে খেলছেন।প্রসঙ্গত, এফএসডিএলকে চিঠি দিয়ে সরাসরি শ্রাচী জানিয়ে দিয়েছিল, আর মহামেডানের কোনও দায়ভার নেবে না শ্রাচি স্পোর্টস। অনুশীলনে নামার কথা ছিল মহামেডান ফুটবলারদের। কিন্তু এই চিঠিতে ডামাডোল বেঁধে যায়। এই চিঠি পাওয়ার পরই বিকালে ক্লাবে আপকালীন পরিস্থিতিতে বৈঠক ডাকেন মহামেডান শীর্ষ কর্তারা। সুপার কাপ না খেললে আর্থিক জরিমানা হতে পারে, এমন আশঙ্কা দেখা যায় সাদা-কালো শিবিরে। শ্রাচি স্পোর্টসের কর্তা তমাল ফোলাল বলেছিলেন, আমরা এখনও শেয়ার হাতে পাইনি। চুক্তি হয়নি। দিনের পর দিন আজ শেয়ার পাব, কাল পাব এই খেলা দেখছি। এভাবে আর আমরা লগ্নি করতে পারব না। সেকথাই এফএসডিএলকে জানিয়ে দিয়েছি। এমন পরিস্থিতিতে আর এই দল নিয়ে আমাদের কোনও দায় নেই সেকথাই এফএসডিএলকে বলে দিয়েছি। তবে বৃহস্পতিবার বৈঠকের পর সেই জটিলতা কেটেছে বলেই মহামেডান কর্তাদের মত।

পৃথিবীতে খারাপ মানুষ আছে-এটা বুঝতে পেরে অকালে ঝরেছে যে আর্জেন্টাইন প্রতিভা

৫ এপ্রিল : বড় ভাই মিরকো সারিওর ২০তম মৃত্যুবর্ষিকীতে লেখা আবেগমণ্ডিত চিঠিতে এ কথা লিখেছেন মার্টিন সারিচ। মার্টিন বোঝাতে চেয়েছেন, মিরকো এতটাই সং ও ইতিবাচক মানসিকতার মানুষ যে কখনো বিশ্বাসই করতে পারতেন না, কেউ খারাপ হতে পারে বা কারও মন্দ উদ্দেশ্য থাকতে পারে। সরলতা ও বিশ্বাসই ছিল তার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। দুই ভাই-ই ছিলেন ফুটবলার। দুজনই নিউফিল্ডার। বয়সে এক বছরের বড় ভাইয়ের সঙ্গে আর্জেন্টিনার ক্লাব সান লরেঞ্জোর বয়সভিত্তিক দলে মার্টিনের বোঝে ওঠা। কিন্তু ভাইয়ের মতো নাম কামাতে পারেননি। আর্জেন্টাইন ফুটবলে এখনো তাঁর ভাইকে স্মরণ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন অনেকেই। সেই সময়ে সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিময় তরুণ ফুটবলারদের একজন হয়ে উঠেছিলেন মার্টিনের ভাই মিরকো। আর্জেন্টিনা তাঁকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছিল। এই ছেলে দেশের খ্যাতি বয়ে আনবে, ইউরোপে নাম কামাবে-এমন সব আলোচনা হতো তাঁকে ঘিরে। কিন্তু স্বপ্ন পূরণ করতে কিছু সময় তো লাগবে। দুর্ভাগ্য, মিরকো সারিচ নিজেকে সেই সময়টুকু দেননি। তাঁর ভাই মার্টিনের লেখা চিঠির সেই বাক্য ধরেই বলা হয়, পৃথিবীতে খারাপ মানুষও আছে-মিরকো এটা বুঝতে পারার পরই আত্মহত্যা করে বসেন মাত্র ২১ বছর বয়সে! আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনোস এইরেসে ক্লোয়াট মা-বাবার ঘরে জন্ম নেওয়া মিরকো দেখতে সুদর্শন ছিলেন। আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম ক্লারিনের ভাষায়, অসাধারণ ফুটবলার তো ছিলেনই, পাশাপাশি তাঁকে দেখে মনে হতো, এইমার্টই কোনো বড় তারকের মডেল হিসেবে মঞ্চে ক্যাটওয়াক শেষ করে এলেন। সংবাদমাধ্যমটি এ নিয়ে একটি ঘটনার বর্ণনা দিয়েছে। সেটা নব্বইয়ের দশকের শেষ দিক।

আচমকা অবসরের পথে ধোনি! ম্যাচ শুরু হতেই মিলল ইঙ্গিত

৫ এপ্রিল : শনিবারই কি শেষবারের জন্য ক্রিকেট মাঠে দেখা যাচ্ছে মহেন্দ্র সিং ধোনিকে? দিল্লি-মোনির বাবা পান সিং ধোনি এবং



চেন্নাই ম্যাচের একটি ছবি প্রকাশ্যে আসার পরই চরম জল্পনা সোশাল মিডিয়ায়। এভাবে যেন বিদায় না হয়, প্রার্থনা শুরু করে দিয়েছেন গোটা পরিবারেই। কিন্তু কী এমন রয়েছে ওই ছবিতে?

মা দেবকি দেবী। ছেলে বিশ্বজয় করেছেন। গোটা তিনেক আইসিসি ট্রফি জিতেছেন। আইপিএলও একাধিক ট্রফি তাঁর দখলে। সাফল্যের ইয়ত্তা নেই। কিন্তু খেলার মাঠে ছেলের সেই সব মুহূর্তের

সাক্ষী থাকতে সেভাবে দেখা যায়নি পান সিং বা দেবকি দেবীকে। বস্তুত সচরাচর ধোনির মা-বাবা স্টেডিয়ামে আসেন না। কিন্তু শনিবার আচমকা তারা চেন্নাই বনাম দিল্লির তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ লিগের ম্যাচে দেখতে গেলেন কেন? নেটিজেনদের একাংশের মনে সন্দেহ, এটাই সম্ভবত ধোনির শেষ ম্যাচ। ছেলেকে শেষবার খেলার মাঠে দেখার জন্যই স্টেডিয়ামে হাজির হয়েছেন তাঁর বাবা-মা। যদিও চেন্নাই শিবির বা ধোনির তরফে তেমন কোনও ইঙ্গিত মেলেনি। হঠাতে সবটাই সোশাল মিডিয়ার জল্পনা। কিন্তু তাতে ধোনি ভক্তরা নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না। উল্লেখ্য, শনিবারের ম্যাচে মাহির অধিনায়কত্ব করা নিয়েও একটা জল্পনা তৈরি হয়েছিল। শোনা যাচ্ছিল, কনুইয়ের চোট যদি অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়া না খেলতে পারেন, তাহলে ফের সিএসকে'র ব্যাটন তুলে দেওয়া হবে মাহির হাতে। কিন্তু সেটার আর প্রয়োজন পড়েনি। রুতুরাজ ফিট এবং শনিবার খেলেছেন। ফলে মাহিকে অধিনায়কত্ব করতে হয়নি। কিন্তু শনিবারের চিপকে মাহির গোটা পরিবারের উপস্থিতি মাহি ভক্তদের মধ্যে ভয় ধরাচ্ছে।

সৌরভের বায়োপিকে ডোনার ভূমিকায় টলিউড অভিনেত্রী!

৫ এপ্রিল : সিনেপর্দায় সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বর্ণময় ক্রিকেট কেরিয়ার থেকে বাস্তবজীবন, কবে আসছে? সেই প্রশ্ন আজকের নয়, বিগত দু-তিন বছর ধরেই দর্শকদের কৌতুহল, উকঠার অন্ত নেই। ‘অফ ক্যালকটন’র ভূমিকায় দেখা যাবে রাজকুমার রায়কে। এই বায়োপিকের জন্য নেট প্র্যাকটিসও শুরু করে দিয়েছেন অভিনেতা। কিন্তু স্ট্রী ডোনার ভূমিকায় থাকছেন কোন নায়িকা? কৌতুহল দীর্ঘদিনের। সৌরভকন্যা সানা গঙ্গোপাধ্যায় অবশ্য তৃপ্তি দিমরিকে বেছে নিলেন ‘পদার মা’ হিসেবে। কিন্তু মহারাজের বায়োপিকে নায়িকা নির্বাচনে এবার টুইস্ট! সদ্য কলকাতায় পা রেখেছিলেন মুম্বইয়ের জনপ্রিয় কাস্টিং ডিরেক্টর মুকেশ ছাবড়া। পার্পল মুডি টাউনের কর্ণধার প্রীতিময় চক্রবর্তীর উদ্যোগে ‘রক্তবীজ ২’-এর সেটে হাজির ছিলেন তিনি। সেখান থেকেই জল্পনার সূত্রপাত, চলিপাড়ার তারকাদের সঙ্গে নাকি কাজ করতে চাইছেন মুকেশ। প্রসঙ্গত, কলকাতার অনেকে অভিনেতা, অভিনেত্রীই বর্তমানে চলিপাড়ার পাশাপাশি মুম্বইতে সমান তালে কাজ করছেন। সেই তালিকায় যেমন শাম্মত চট্টোপধ্যায়, যিশু সেনগুপ্ত, টোটী রায়চৌধুরী রয়েছেন, তেমনই স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়ও। এবার চলিপাড়ার অন্দরমহলে কানামুখো শোনা গেল, সৌরভের বায়োপিকে নায়িকা হিসেবে নাকি প্রাথমিক পর্যায়ে মিমি চক্রবর্তী এবং ইশা সাহার নাম উঠে আসছে। ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের ভূমিকায় বাঙালিয়ানা ফুটিয়ে তুলতে মুম্বইয়ের কাস্টিং ডিরেক্টর নাকি ভরসা রাখছেন বাঙালি অভিনেত্রীর উপরই। যদিও চূড়ান্তভাবে এখনও কিছু ঠিক হয়নি, তবে গুঞ্জে সিলমোহর পড়ে কিনা, নজর থাকবে সেদিকে। উল্লেখ্য, স্বনামধন্য নৃত্যশিল্পী তথা সৌরভপত্নীর চেহারায় আদ্যোপান্ত বাঙালিয়ানা। যার সঙ্গে তৃপ্তি দিমরির কোনও মিল নেই! আর সেই প্রেক্ষিতেই সম্ভবত নায়িকার খোঁজে শহরে পদার্পণ করছেন ছাবড়া। এদিকেস, মিমি এবং ইশা, দু’জনেই বেশ দক্ষ অভিনেত্রী।

দু’টি দলই সমালোচনায় বিদ্ধ, দুটি দলই এখনও সেরা ফর্মে আসতে পারেনি

৫ এপ্রিল : দু’টি দলই সমালোচনায় বিদ্ধ। দুটি দলই এখনও সেরা ফর্মে আসতে পারেনি। আর ম্যাচের ফলাফল যাই হোক না কেন, নেটদুনিয়ায় বারবার চর্চায় আসে দুই দলের মালিকের গতিবিধি। লখনউ হারলে ভাইরাল হয় সঞ্জীব গোয়েঙ্কার সঙ্গে পন্থের ছবি। আর মুম্বই ইন্ডিয়ান্স নিয়ে তো গত মরশুম থেকে বিতর্ক লেগেই রয়েছে। আর দু’দলের মোকাবিলা শেষেও

আগের ম্যাচে হারের পর তাঁর সঙ্গে পন্থের ছবি ভাইরাল হয়েছিল। নেটদুনিয়ার বক্তব্য ছিল, লখনউয়ের অবস্থা নিয়ে একেবারেই খুশি নন তিনি। যদিও

সম্পূর্ণ অন্য ছবি মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের আকাশ আশ্বানিরা। সেটা অবশ্য ম্যাচ শেষ হওয়ার আগেই। শেষ ওভারের প্রথম বলে ছয় হাঁকান হার্পিক। কিন্তু তারপর আর বা রান



সেসবই ছিল জল্পনা। শুক্রবার মুম্বইকে হারানোর পর পন্থের সঙ্গে বেশ খোশমেজাজেই গল্প করতে দেখা গেল গোয়েঙ্কাকে। দলের অধিনায়কের পিঠও চাপাে দিলেন। সেই সঙ্গে রোহিত শর্মার সঙ্গেও গল্প করতে দেখা যায় তাঁকে। আর

বড় রান তুলে মুম্বইকে জেতাতে পারেননি হার্পিক। শেষ পর্যন্ত মুম্বই হারে ১২ রানে। এমননিতে তিলক বর্মা'কে বসিয়ে দেওয়া নিয়ে একপ্রস্থ বিতর্ক হয়েছে। আর সেই সঙ্গে শেষ ওভারে হার্পিকের সিদ্ধান্ত নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

যিনি সে অর্থে ব্যাটার নন। ফলে মুম্বই ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। যেমন ইরফান পাটান লিখেছেন, ‘সিদ্ধান্তের পিছনে কী যুক্তি রয়েছে মাথায় ঢুকছে না’। হরভজন সিংয়ের বক্তব্য, ‘সিদ্ধান্ত। স্যান্টিনার কি তিলকের থেকে ভালো চার-ছক্স মারতে পারে? পোলার্ডের মতো কেউ হলে তাও মানতাম।’ গতবার মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে একরাশ বিতর্ক সঙ্গী ছিল। এবারও কি সেই দিকে এগোচ্ছেন হার্পিকরা?

ফের মুম্বই ইন্ডিয়ান্স শিবিরে বিতর্কের আবহ

৫ এপ্রিল : আইপিএলে আরও একটি হারা। ব্যাটে-বলে ঝড় তুলেও লখনউয়ের বিরুদ্ধে মুম্বইকে জেতাতে পারলেন না অধিনায়ক হার্পিক। তার সঙ্গে খেয়ে আসছে আরেকটি বিতর্ক। রান তাড়া করার সময় আচমকাই অবসর নেন তিলক বর্মা। কেন এরকম অদ্ভুত সিদ্ধান্ত? প্রশ্ন উঠছে হার্পিকের নেতৃত্বের দিকেও।

মিচেল স্যাটিনার। স্বাভাবিকভাবেই তিলকের ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে অধিনায়ক হার্পিক ও মুম্বই ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্ত নিয়ে। তিলককে কেন তুলে নেওয়া হল? ম্যাচের পর হার্পিক ব্যাখ্যা দেন,

কিছুই ঠিকমতো হয় না। সেই কারণেই আমরা এই সিদ্ধান্ত নিলাম। অর্থা যদি তিলক নিজেও অবসরের সিদ্ধান্ত নেন, তাতে পূর্ণ সমর্থন ছিল অধিনায়কের। আর সেখানে কি না নামলেন স্যান্টিনার। যিনি সে অর্থে ব্যাটার নন। ফলে মুম্বই ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। যেমন ইরফান পাটান লিখেছেন, ‘সিদ্ধান্তের পিছনে কী যুক্তি রয়েছে মাথায় ঢুকছে না’। হরভজন সিংয়ের বক্তব্য, ‘সিদ্ধান্ত। স্যান্টিনার কি তিলকের থেকে ভালো চার-ছক্স মারতে পারে? পোলার্ডের মতো কেউ হলে তাও মানতাম।’ গতবার মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে একরাশ বিতর্ক সঙ্গী ছিল। এবারও কি সেই দিকে এগোচ্ছেন হার্পিকরা?



মাঠে ঢোকারই অধিকার হারালেন মেসির দেহরক্ষী

৫ এপ্রিল : ফুটবল মাঠে মেসির ছায়াসঙ্গীর মতো থাকতেন। ইন্টার মায়ামির তারকাকে দর্শকদের হাত থেকে ‘একাধিকবার মাঠেও ঢুকে পাচ্ছেন ইয়াসিন চুয়েকো। এমনকী মেসির হয়ে বক্সিংও লাতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু এবার সেই চুয়েকোরই মাঠে ঢোকা নিষিদ্ধ করল এমএলএস। আমেরিকায় আসার পরই ইরাক ও আফগানিস্তানের লড়াই করা যোদ্ধাকে নিরোপ করেছিলেন মেসি। মাঠের ধারেই সর্বক্ষণ থাকতেন। চুয়েকোর ৫০ সদস্যের একটি দল মেসির নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে। এই নিয়ে একাধিক মিমও তৈরি হয়েছে। দর্শকরা কেউ মাঠে ঢুকে পড়লে রীতিমতো পাঁজকোলা করে তাদের বের করে দিতেন চুয়েকো। এবার সেটা বন্ধ হতে

চলেছে। ইন্টার মায়ামির ম্যাচ চলাকালীন আর মাঠের ধারে থাকতে পারবেন না তিনি। মেজর সকার



চুকেছিল। কিন্তু আমেরিকায় ২০ মাসে ১৬ জন মাঠে ঢুকে পড়ছে। সেটা এখনো বড় সমস্যা। অথচ এরা ভাবছে আমিই সমস্যা। আমি শুধু মেসিকে সাহায্য করতে চাই। সেই সাহায্যের ব্যাপ্তি এতটাই বিস্তৃত যে মেসির জন্য বক্সিং পর্যন্ত লড়তে চেয়েছিলেন। আসলে কিছুদিন আগে ইনফ্লুয়েন্সার লোগান গল আর্জেন্টিনীয় তারকাকে বক্সিং ম্যাচে ডাকেন। কারণ মেসি যে সফট ড্রিংকসের বিজ্ঞাপন করেন, সেটা লোগান পলের সংস্থার প্রতিযোগী। তাই সমস্যার সমাধানে এই অদ্ভুত প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন তিনি। আর সেটার জবাবে চুয়েকো বলেছিলেন, মেসির বদলে তাঁর সঙ্গে লড়ুক লোগান গল। তাতে লোগান রাজিও হয়েছেন। এর মধ্যেই মাঠে ঢোকার প্রবেশাধিকার হারালেন চুয়েকো।

আল হিলালকে উড়িয়ে ‘ক্যাপিটাল ডার্বি’ জয় আল নাসরের

৫ এপ্রিল : আল নাসরের আরও একটা ম্যাচ। রোনাল্ডোর পা থেকে ফের গোল। এ যেন অভ্যাসের মতো হয়ে গিয়েছে। এবার জেতা গোলো আল নাসরের নায়ক পর্তুগিজ মহাতারকা। যার সৌজন্যে সৌদি প্রো লিগের ‘ক্যাপিটাল ডার্বি’তে ৩-১ গোলে আল হিলালকে হারাল আল নাসরা। সব মিলিয়ে রোনাল্ডোর গোল সংখ্যা দাঁড়াল ৯৩১। ঘরের মাঠে প্রথম থেকে দাপট বজায় রেখেছিল আল হিলালই। অন্যদিকে আল নাসরের জন ডুরান সহজ সুযোগ হাতছাড়া করেন। প্রথমার্ধের শেষ দিকে কর্নার পায় রোনাল্ডোর দল। সেখান থেকে ব্রোজোভিচ বল বাড়িয়ে দেন আলি আল-হাসানের দিকে। বক্সের বাইরে থেকে দূরন্ত বাক খাওয়ানো শটে আল নাসরকে এগিয়ে দেন তিনি। আর দ্বিতীয়ার্ধ শুরু হতেই ঝড় তোলেন রোনাল্ডো। ৪৭ মিনিটে বাদিক থেকে বল নিয়ে



নিয়েই বাঁ পায়ের ভলিতে জালে বল জড়িয়ে দেন রোনাল্ডো। অবশ্য কিছুক্ষণের মধ্যে ব্যবধান কমায় আল হিলাল। ৬২ মিনিটে কর্নার থেকে একটি গোল পরিশোধ করেন আলি আলবুলায়হ। তারপর ম্যাচে ফেরার একাধিক চেষ্টা করে তারা। কিন্তু ৮৮ মিনিটে ৩-১ করেন রোনাল্ডো। বক্সের মধ্যে ডুরানকে

আটকাতে গিয়ে হ্যান্ডবল করেন আল হিলালের ডিফেন্ডার। আর পেনাল্টি থেকে আল নাসরের ব্যবধান বাতান পাঁচবারের বালন ডি’ওর জয়ী তারকা। সব মিলিয়ে তাঁর গোল সংখ্যা ৯৩১। চমকিত মরশুমে আল নাসরের হয়ে তাঁর গোল ২১টা। এই নিয়ে ১৫টি মরশুমে ২০টি বা তার বেশি গোলের রেকর্ড গড়লেন। আর সব মিলিয়ে ১০০০ গোল থেকে মাত্র ৬৯টি গোল দূরে আছেন তিনি। যে ফর্মে রয়েছেন, তাতে সেটাও সময়ের অপেক্ষা বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও নিজে বলে গেলেন, ১০০০ গোল নিয়ে ভাবছেন না। এই ম্যাচ জিতলেও সৌদি প্রো লিগ জয়ের খুব একটা আশা দেখা যাচ্ছে না আল নাসরের জন্য। ২৫ ম্যাচে ৬১ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শীর্ষে আল ইত্তিহাদ। অন্যদিকে ২৬ ম্যাচে ৫৪ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে রোনাল্ডোর দল।

ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ছাড়তে চলেছেন ব্রুইন, রোনাল্ডোর মতো সৌদির পথেই পা বাড়াবেন?

৫ এপ্রিল : জল্পনাটা অনেকদিন আগে থেকেই ছিল। গুঞ্জন উঠেছিল, তিনি নাকি ক্লাব ছাতে চলেছেন। আর এবার সেটা আর জল্পনা রইল না। ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ছাড়তে চলেছেন কেভিন ডি ব্রুইন। শুক্রবার তিনি ঘোষণা করেছেন ক্লাব ছাড়ার কথা। ২০১৫ সালে সিটিতে যোগ দিয়েছিলেন ব্রুইন। ইংল্যান্ডের এই ঐতিহ্যশালী ক্লাবের হয়ে ৬টি প্রিমিয়ার লিগ জিতেছেন তিনি। ৩৩ বছর বয়সি এই ফুটবলার গত কয়েক মরশুম ধরে চোট-আঘাতের সঙ্গে লড়াই করছিলেন। ব্রুইন তাঁর এক্স হ্যান্ডেল জানিয়েছেন, মরশুম শেষ হলেই ক্লাব ছেড়ে চলে যাবেন তিনি। এই বেলজিয়ান ফুটবলার সিটি সমর্থকদের উদ্দেশ্যে লিখেছেন, ‘সিটিতে এটাই আমার শেষ মাস। এই বিষয়ে কিছু লেখা সহজ বিষয় নয়।



তাই সবকিছু ফিরিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোণ্ড উপায় ছিল না।’ তাঁর সংযোজন, ‘জীবনে সবকিছু জিতেছি। তবে বিদায় জানানোর সময় এসেছে এবার। আমার এই ১০ বছরের দীর্ঘ যাত্রার জন্য শহর, ক্লাব, কবী, সতীর্থ, বন্ধুবান্ধব, পরিবারকে ধন্যবাদ। প্রতিটি গ্লোরিই

শেষ হয়। আসুন, শেষের এই মুহূর্তগুলি উপভোগ করি।’ সিটির হয়ে তাঁর ১০ বছরের কেরিয়ারে ১৬টি ট্রফি জিতেছেন ব্রুইন। ম্যাঞ্চেস্টার সিটির হয়ে সমস্ত প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৪১৩টি ম্যাচে ১০৬টি গোল করেছেন। এখন প্রশ্ন হল, তাঁর পরবর্তী চিকনা কোথায় হতে চলেছে? অনেকের ধারণা তাঁকে হয়তো রোনাল্ডোর মতো সৌদি প্রো লিগে খেলতে দেখা যাবে। গত বছরে ওটা গুঞ্জনের সময় এমন জল্পনা নিজেই উসকে দিয়েছিলেন ব্রুইন। ব্রুইন জানিয়েছিলেন, আমার যা বয়স তাতে যেকোনও লিগে খেলতে পারি। তাই যেকোনও প্রস্তাব শুনতেই আমি রাজি। এখন দেখার, নয়া ফুটল মরশুমে তাঁর নতুন চিকনা কোথায় হয়।

২০১৬ সালে বাংলাদেশের মোস্তাফিজকে নিয়ে বিড়ম্বনায় পড়তে হয়েছিল তাঁর দলকে

৫ এপ্রিল : ২০১৬ সালের এপ্রিলে আইপিএলের মধ্যে ঠিক এখন টুইট করছিলেন ডেভিড ওয়ার্নার। ফিজ মানে মোস্তাফিজের বহমান, সে বছরই প্রথমবার আইপিএল খেলতে যান বাংলাদেশের এই বাঁহাতি পেসার। সানরাইজার্স হায়দরাবাদে মোস্তাফিজের অধিনায়ক ছিলেন ওয়ার্নার। টেরিয়ারে দুই প্রান্তে বসা ওয়ার্নার ও মোস্তাফিজ-এমন একটি ছবি ‘ভাইরাল’ হয়ে একজনকে মন্তব্যর জবাবে অমন উত্তর দিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার সাবেক ওপেনার। যে উত্তরে রসিকতার সুখ থাকলেও ওয়ার্নারের বাংলা শেখার চেষ্টা ছিল সঠিক। ম্যাচের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে মোস্তাফিজের সঙ্গে আলোচনা করতে বেশ বিড়ম্বনাই যে পড়তে হতো তাঁকে। আইপিএলে ভাষা-বিড়ম্বনার ঘটনা অবশ্য নিয়মিতই। ক্রিকেট সাধারণত জাতীয় দলনির্ভর খেলা হওয়ায় ব্যতিক্রম বাদে একটি দলের সবাই এক ভাষায়ই কথা বলেন। সমস্যা দেখা দেয় যখন ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে বিভিন্ন ভাষাভাষী এক দলে জড়া হন। ইউরোপের ক্লাব ফুটবলেও একই চিত্র দেখা যায়। তবে

ভাষা নিয়ে বিড়ম্বনা সেখানে কম হওয়ার বড় কারণ, খেলা চলে প্রায় সারা বছর। লম্বা সময় সবাই একসঙ্গে থাকায় ভাষার প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে ওঠাটা সহজ। কিন্তু আইপিএলের মতো ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট টুর্নামেন্টগুলো চলে বছরে সর্বোচ্চ দুই মাস। তার ওপর এক ভারতেই বহু ভাষার মানুষের সমাগম। সরকারি দাপ্তরিক ভাষা হিন্দি ও ইংরেজি হলেও রপ্তানিভাবে স্বীকৃত ভাষা ২২টি। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা ক্রিকেটার আর বিভিন্ন দেশের খেলোয়াড়েরা যখন একত্রিত হন, তখন যোগাযোগের ক্ষেত্রে ভাষা নিয়ে বড় চ্যালেঞ্জই পাতে হয় টিম ম্যানেজমেন্টকে। আইপিএলে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেটের মালিক গীষ্ম চাওলাও পাঠেছিলেন এমন এক বিড়ম্বনায়। ২০০৮ সালে আইপিএলের প্রথম আসরে চাওলা ছিলেন পাঞ্জাব কিংসে। সেই দলে ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার ব্রেট লি, শন মার্শ, কোচ টম মুর্ডিন। উত্তর প্রদেশ থেকে উঠে আসা চাওলা ইংরেজি বলতে না পারলেও বুঝতে পারতেন। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ানদের ইংরেজি নিয়ে

পড়েছিলেন ঝামেলায়, ‘সমস্যা ছিল না কিন্তু ওদের উচ্চারণ বোঝা কঠিন ছিল।’ লি-মার্শদের ইংরেজি বোঝার জন্য চাওলা তখন যুবরাজ সিংকে অনুবাদক বানিয়ে নিয়ে বলতেন ‘কী বলেছেন বুঝিয়ে দাও তো’। আবার পরবর্তী সময়ে কলকাতা নাইট রাইডার্সে খেলার সময় কোচ জ্যাক ক্যালিস ও সাইমন ক্যালিসদের কথা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য রিংকু সিংয়ের দোভাষী হয়ে ওঠেন চাওলাই। প্রথম আসরে পাঞ্জাবে কোচিং করানো মুডি ২০১৬ আসরে ছিলেন সানরাইজার্স হায়দরাবাদে। সে বছর বাংলাদেশের মোস্তাফিজকে নিয়ে বিড়ম্বনায় পড়তে হয়েছিল তাঁর দলকে। ইএসপিএনক্রিককইনফোকে সে কথা জানাতে গিয়ে মুডি বলেন, ‘দিকে ওকে নিয়ে সতিই সমস্যায় পড়েছিলাম।’ হায়দরাবাদ অধিনায়ক ওয়ার্নার তখন মোস্তাফিজের সঙ্গে আকারে-ইঙ্গিতে যোগাযোগ করতেন। একবার তিনি মাঠে মোস্তাফিজকে মাথার দিকে ইশারা করে বোঝাতে চেয়েছিলেন, ‘জোর খাটিয়ে’ বল করো।

